৪২ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগস্ট ২০১৯

ইচ্ছাশক্তি

পুণ্যময়ী নারী

ইসলামী শিষ্টাচার

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

সমকালীন মনীষী : শায়খ মাশহূর বিন হাসান

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৪২ তম সংখ্যা
জুলাই-আগষ্ট ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪
  জবাবদিহিতা
- **আক্বীদা** ৬
  মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান (৪র্থ কিস্তি)
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাবলীগ** ৯
  ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ (৪র্থ কিস্তি)
  আবুল কালাম
- **তারবিয়াত** ১৩
  দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৪র্থ কিস্তি)
  আব্দুর রহীম
- ইসলামী আদব বা শিষ্ঠাচার ১৮
  ফায়ছাল মাহমূদ
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২১
  পূণ্যবতী নারী
  ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- **সাক্ষাৎকার** ২৪
  মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২৮
  ষড়রিপু সমাচার (৬ষ্ঠ কিস্তি)
  লিলবর আল-বারাদী
- **ধর্ম ও সমাজ** ৩৩
  কাদিয়ানীদে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস (২য় কিস্তি)
  মুখতারুল ইসলাম
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৩৯
  পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে (শেষ কিস্তি)
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **সমকালীন মনীষী** ৪৩
  মাশহুর বিন হাসান বিন মাহমূদ আলে সালমান
  মুখতারুল ইসলাম
- **পরশ পাথর** ৪৪
  জার্মান নাগরিক এলকা স্মিথের ইসলামগ্রহণ
- **তারুণ্যের ভাবনা** ৪৬
  জ্ঞানার্জনের কিছু নীতিমালা
  ফাহিমুল ইসলাম
- **সংগঠন সংবাদ** ৫০
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

সমাজ সংস্কার ও আমাদের সংগ্রাম

মানবজাতি পৃথিবীর শুরুকাল থেকে যে প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে, তা খুব একটা ব্যতিক্রম ছাড়া একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেছে। আর তা হল সমাজের একদল মানুষ মন্দ, অকল্যাণ ও অসত্যের পথে প্রলুব্ধ হয়। অপর এক দল মানুষ এই পথভ্রষ্টদেরকে সুপথ প্রদর্শন করে যায়, যদিও এই দলটি সংখ্যায় অতি স্বল্প। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে এই সুপথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৭)*। কোন সমাজে যদি এমন সংস্কারক দল না থাকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তি না থাকে, তবে সে সমাজ নিঃসন্দেহে পতনোন্মুখ হবে। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে এ জন্য বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। আমরা ব্যক্তিগতভাবে যতই সৎ বা ন্যায়নিষ্ঠ হই না কেন, যদি অপরকে সৎ বা ন্যায়নিষ্ঠ বানানোর প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করি, তবে সমাজে প্রকৃতার্থে সংস্কার আসে না। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*। সমাজ সংশোধনের এই প্রচেষ্টা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা কোন না কোন ভাবে চলমান থাকবেই এবং আল্লাহ কাউকে না কাউকে দিয়ে তা করিয়ে নেবেনই। তবে একজন দায়িত্বশীল ও জান্নাতপিয়াসী মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হল এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ তথা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন? *(আলে-ইমরান ৩/১৪২)*। যদি সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করবে। আল্লাহ হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যদি তোমরা বিমুখ হয়, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত

Contents

করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে নিরন্তর পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন যে কারা আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী আর কারা কপট। আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের জেনে নিই এবং আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩১)*। এই পরীক্ষায় যে যত বেশী অগ্রগামী হতে পারবে, সে ততবেশী সফল হবে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে *(আন'আম ৬/১৩২)*।

আজ মুসলিম উম্মাহ যে বিপর্যয় ও অধঃপতনের মধ্যে অতিক্রম করছে তার পিছনে একটি বৃহত্তম কারণ হল মুসলিম সমাজের সংস্কার চেতনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের মানসিকতা হারিয়ে ফেলা। অজ্ঞতা, কুসংস্কারচ্ছন্নতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, মাল ও মর্যাদার লোভ তাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, উম্মাহ্র প্রতি দায়বোধ, মানবতার জন্য বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা, আত্মমর্যাদাবোধ, সর্বোপরি আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে বিজয়ী করার সদিচ্ছা, দৃঢ়চিত্ততা সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে তারা। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বহুপূর্বেই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা 'ঈনা তথা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকিতে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধারণ করবে এবং কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে (তথা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে) এবং জিহাদ তথা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকে পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থা চাপিয়ে দেবেন। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই লাঞ্ছনা ও অপমান দূরীভূত করবেন না যতক্ষণ না তোমরা পুনরায় দ্বীনের প্রতি ফিরে আস' *(আবূদাঊদ হা/৩৪৬২, সনদ ছহীহ)*।

সুতরাং সচেতন ও ঈমানদার যুবসমাজের প্রতি আমাদের বিনীত আহ্বান থাকবে, মুসলিম উম্মাহ্র এই অধঃপতিত ও লাঞ্ছনাকর অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা এবং সেই মোতাবেক নিজেদের কর্তব্য-করণীয় নির্ধারণ করা। যদি প্রকৃতই আমরা মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি আমাদের দায় পূরণ করতে চাই এবং আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, তাহলে অবশ্যই খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামের পথকে বেছে নেয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ নেই। ইসলামের বিজয় নিহিত রয়েছে একমাত্র এ পথেই। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রামের পথ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং হাযারো বাধা নানামুখীভাবে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবে। শয়তানী চক্রান্ত আমাদেরকে কখনো দিশেহারা করে তুলবে। হয়তবা অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে হারিয়ে যাবে কিংবা দুনিয়ার মোহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। তবুও প্রকৃত সত্যসেবী একদল লোক দৃঢ়চিত্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে হক্বকে বিজয়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আর চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম তারাই। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এ পথেই এদেশের যুবসমাজকে আহ্বান করছে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের এই মহত্তম সংগ্রামের পথে অবিচল রাখুন এবং সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যথাসাধ্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' ***(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।***

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	**৬ষ্ঠ**	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	**৭ম**	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	**৮ম**	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	**৯ম**	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	**১০ম**	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

Contents

ইচ্ছা শক্তি

আল-কুরআনুল কারীম :

১– وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا –

(১) ‘আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং ছওয়াব লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী অবস্থায় তার জন্য যথার্থ প্রচেষ্টা চালায়, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১৯)*।

২– فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ–

(২) ‘আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

৩– لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ–

(৩) ‘প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি মন্দ কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তাকে রদ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই’ *(রা‘দ ১৩/১১)*।

৪– فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ –

(৪) ‘অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং ওদের (শাস্তির) জন্য ব্যস্ত হয়ো না। যেদিন তারা তাদের প্রতিশ্রুত (শাস্তির) বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের একটা মুহূর্ত ব্যতীত (দুনিয়াতে) অবস্থান করেনি। এটা স্রেফ সতর্কবাণী মাত্র। বস্তুতঃ পাপাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কি?’ *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*।

৫– لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ–

(৫) ‘অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় পতিত হবে তোমাদের ধন-সম্পদে ও তোমাদের নিজেদের জীবনে। আর তোমরা অবশ্যই শুনবে তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। যদি তোমরা তাতে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, তবে সেটাই হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ’ *(আলে-ইমরান ৩/১৮৬)* ।

হাদীছে নববী :

٦– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ–

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সবল মুমিন আল্লাহ্র নিকট দুর্বল মুমিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত। বরং বলো, আল্লাহ্র (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, ‘যদি’ (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়’।[১]

٧– عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِى لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ.قَالَ وَإِنِّى لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ وَكِيعٌ كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ

১. *মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮।*

Contents

الآيَةُ (أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا) إِلَى قَوْلِهِ (وَيَأْتِينَا فَرْدًا) –

(৭) খাব্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আছ ইবনু ওয়াইল-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। সেটা উসূলের জন্য আমি তার নিকট গেলাম। সে বলল, যে পর্যন্ত তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাওনা দিব না। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি কখনো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করব না, তুমি মরার পর আবার জীবিত হয়ে আসলেও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে উঠব? তাহলে তখনই আমি আমার সম্পদ এবং সন্তানাদি লাভ করে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, আপনি কি দেখেছেন তাকে যে আমার আয়াতসমূহ উপেক্ষা করে এবং বলে আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দেয়া হবে। আর সে আমার কাছে একাকী আসবে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়'।[২]

(৮) আক্বীল ইবনু আবী তালিব হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ আবু তালিবের নিকট এসে বলল, আপনার ভাতিজা আমাদের মজলিশে এবং মসজিদে কষ্ট দেয়। আমাদের কষ্ট দেয়া থেকে তাকে বিরত রাখুন। আবু তালিব বললেন, হে আক্বীল! মুহাম্মাদকে আমার নিকট নিয়ে আস। তিনি বলেন, আমি তার নিকট গেলাম এবং তাকে নিয়ে হাযির হলাম। আবু তালিব তাকে বলল, হে ভাতিজা! তুমি নাকি তোমার চাচাদের মজলিসে এবং মসজিদে কষ্ট দাও। তুমি তা থেকে বিরত হও। রাসূল (ছাঃ) আকাশের দিকে চোখ উঠিয়ে চাচাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা কি এই সূর্যকে দেখছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আপনাদের কারণে আমার দাওয়াত পরিত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আপনারা ঐ সূর্য থেকে আমার জন্য একটা স্ফুলিঙ্গ এনে দিবেন। তখন আবু ত্বালিব বললেন, আমার ভাতিজা কখনোই আমাদেরকে মিথ্যা বলে না। অতএব তোমরা ফিরে যাও'।[৩]

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন ইন্তিকাল করলেন; আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং আরবের যারা কাফির হবার তারা কাফির হয়ে গেল। তখন ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি মানুষের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়লে আলাদা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্র নিকট। আবু বকর (রাঃ) বললেন, যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো মালের হক। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা সেভাবে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব। ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি দেখেছিলাম যে, যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের সিনা খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্ত সঠিক'।[৪]

১০- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ – وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ – قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ

(১০) সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এমন একটি কথা বলুল যে বিষয়ে আমি আপনার পর আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আত-তা'রীফাত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, ইচ্ছাশক্তি এমন একটি ঝোঁক বা প্রক্রিয়া, যা মানুষকে কল্যাণের অনুগামী করে'।[৬]

২. জুরজানী (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাশক্তি জীবিত মানুষের আবশ্যিক গুণাবলীর অন্যতম, যা বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করে এবং মানুষের অর্জন ও অস্তিত্বের সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত'।[৭]

৩. হাসান মায়দানী (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাশক্তি মানুষকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে এমন চেতনা জাগ্রত করে যা একজন ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল, উত্তম প্রচেষ্টাকারীরূপে বরিত করে এবং তার দৃঢ় কর্মকাণ্ড তাকে সফল বাস্তবায়নকারীর কাতারে শামিল করে'।[৮]

৪. ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তির সততার বিকাশ, কর্ম ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রশান্তিময় সুবিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে'।[৯]

সারবস্তু :

১. ইচ্ছাশক্তি সকল কাজে সফলতার চাবিকাঠি ।
২. ইচ্ছাশক্তি ভাল কাজকে ত্বরান্বিত করে।
৩. ইচ্ছাশক্তির উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়।
৪. ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ্র অপার দান এবং ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
৫. ইচ্ছাশক্তির গুণে মানুষ ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত হয়।

---

২. মুসলিম হা/৬৯৫৫।
৩. হাকেম হা/৬৪৬৭; ছহীহাহ হা/৯২।
৪. বুখারী হা/৭২৮৫।
৫. মুসলিম হা/৬২।
৬. আত-তা'রীফাত, পৃ. ১৫।
৭.তদেব ।
৮.আল-আখলাকুল ইসলামিয়্যাহ, ২/১৮২ পৃ.।
৯. আন-নাযরিয়া আল-খালক্বিয়াহ, পৃ. ১৭৪ ।

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৪র্থ কিস্তি)

শিঙ্গায় ফুঁকদান :

النفخ শব্দটি نفخ ينفخ نفخا থেকে উৎকলিত যার অর্থ ফুঁক দেয়া বা যেখান থেকে বাতাস বের হয়'।[১] আর الصّور শব্দটির শাব্দিক অর্থ এমন সিঙ্গা যেখানে ফুঁক দেওয়া হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ 'এটা একটি শিং যাতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে'।[২] মুজাহিদ বলেন, শিঙ্গা হ'ল নলের ন্যায়। সুতরাং শিঙ্গায় ফুঁকদান বলতে একজন ফুঁকদানকারী ব্যক্তি যিনি ফুঁকদানের অনুমতির পর শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।

শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন :

(১) الصيحة : মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ 'এটা তো হবে কেবল একটি মহা নিনাদ। অতঃপর তখনই সবাইকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে' *(ইয়াছিন ৩৬/৫৩)*। ইমাম বাগাবী إِلَّا صَيْحَةً এর ব্যাখ্যা বলেছেন, সেটা হলো আখেরাতের ফুৎকার'।[৩]

(২) زجرة (প্রচণ্ড শব্দ) : মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ 'ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে' *(ছফফাত ৩৭/১৯)*। ইমাম তাবারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয় সেটা হ'ল একটি মাত্র ফুৎকার'।[৪]

(৩) النقور : মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৮)*।

(৪+৫) الراجفة والرادفة মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী'। 'যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ' *(নাযে'আত ৭৯/৬-৭)*। হাসান বছরী বলেন, আর তা হ'লে দু'টি ফুৎকার'।[৫]

সিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের দলীল সমূহ :

মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং সেদিন তিনি বলবেন হও, অতঃপর হয়ে যাবে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত)। তার কথাই সত্য। আর তাঁরই জন্য রাজত্ব, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুরই খবর রাখেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ *(আন'আম ৬/৭৩)*।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৮)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِىٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ . فَقَالَ لاَ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِى ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِى فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُئِىَ فِى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِى أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِى-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ইহুদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী কিক্রির জন্য পেশ করছিল। তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পসন্দ

---

১. *লিসানুল আরব ৩/৬২ পৃ.।*
২. *আবু দাঊদ হা/৪৭৪২; তিরমিযী হা/ ২৪৩০, ৩২৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৮০।*
৩. *তাফসীরে বাগাবী ৭/২১ ।*
৪. *তাফসীরে তাবারী ২১/২৫।*
৫. *তাফসীরে তাবারী ২৪/১৯১।*

করল না । তখন সে বলল, না! সেই সত্তার কসম, যে মূসা (আঃ) কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনছারী শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মার্যাদা দান করেছেন অথচ নবী (ছাঃ) আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন। তখন সেই ইয়াহূদী লোকটি নবী (ছাঃ)-এর নিকট গেল এবং বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকার রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অমুক ব্যক্তি কী কারণে আমার মুখে চড় মারলো? তখন নবী (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনছারী লোকটি ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন নবী (ছাঃ) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা দেখা গেল।

অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান ও যমীনের বাকী সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মুসা (আঃ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তুর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা তারই বিনিময়, না আমার আগেই তাঁকে বেহুঁশ থেকে উঠানো হয়েছে’।[৬]

. . .ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا – قَالَ – وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ – قَالَ – فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ – أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ – مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ – نُعْمَانُ الشَّاكُّ – فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ . . .

‘তখনই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। যে এ আওয়াজ শুনবে সে তার ঘাড় একদিকে অবনমিত করবে এবং অন্যদিকে উত্তোলন করবে। এ আওয়াজ সর্বপ্রথম ঐ লোকই শুনতে পাবে যে তার উটের জন্য তাওয সংস্করণের কাজে নিযুক্ত থাকবে। আওয়াজ শুনামাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে লুটে পড়বে। সাথে সাথে অন্যান্য লোকেরাও অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ শুক্র ফোঁটার অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন (বর্ণনাকারী নু‘মান (রহঃ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন)। এতে মানুষের শরীর পরিবর্ধিত হবে। আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। আকস্মাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে’।[৭]

শিঙ্গায় ফুৎকারে বর্ণনা :

শিঙ্গায় ফুৎকারদানকারী ব্যক্তি অনুমতি লাভের পর যখন তিনি ফুঁক দিবেন তখন আসমান ও যমীনের মাঝে যারা আছে তারা সকলই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের চান তারা ব্যতীত। আর এই ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার ফলে তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে এবং মারা যাবে।

তারপর যমীন ও পাহাড় কেঁপে উঠবে। পাহাড় চলতে থাকবে। ফলে তা মরীচিকার ন্যায় হয়ে পড়বে। আর পৃথিবী প্রকম্পিত হতে থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন প্রথম ফুৎকারে যারা বেহুঁশ হয়েছিল এবং অন্যরাও তাদের কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। আর তাদের প্রভুর দিকে ধাবমান হবে।

শিঙ্গায় ফুঁকদানের সংখ্যা :

শিঙ্গায় কতটি ফুৎকার দেওয়া হবে সে বিষয়ে আলেম সমাজের নিকট মতনৈক্য রয়েছে।

প্রথম মত : ইবনু আব্বাস, হাসান বাছরী, ক্বাতাদাহ, আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী, ইবনু হাজার প্রমূখ বিদ্বানগণের নিকট শিঙ্গায় ফুৎকারের সংখ্যা হবে দু’টি’।[৮]

(১) ১ম ফুৎকার হলো ভীতি প্রদর্শন বা অজ্ঞান হওয়ার ফুৎকার। অর্থাৎ তারা এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে যার ফলে তারা মারা যাবে।

(২) ২য় ফুৎকার হলো পুনরুত্থান দিবসের ফুৎকার। আর তারা দলীল হিসাবে নিয়েছেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ– تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী। যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ’) *(নাযে‘আত ৭৯/৬-৭)*।

হাসান বাছরী বলেন, ফুৎকারের সংখ্যা হবে দু’টি। ইবনু কাছীর বলেন, ইবনু আব্বাস বলেছেন, তা হবে দু’টি। অনুরূপভাবে মুজাহিদ, হাসান, ক্বাতাদাহ, যাহহাক এবং অন্যরাও এর সংখ্যা বলেছেন দু’টি। তাদের দলীল হলো রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দুই ফুৎকারে ব্যবধান হবে চল্লিশ’।[৯]

দ্বিতীয় মত : ইবনু আরাবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাওকানীর নিকট শিঙ্গায় ফুকদানের সংখ্যা হবে ৩টি।

(১) ভীত-সন্ত্রস্ত করার ফুৎকার : যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ‘আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন। আর সবাই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়’ *(নামল ২৭/৮৭)*।

---

৬. বুখারী হা/৩৪১৪।
৭. মুসলিম হা/ ২৯৪০ (১৪০)।

৮. মাজমু‘ ফাতওয়া ১৬/৩৫।
৯. বুখারী হা/৪৮১৪।

Contents

(২) পুনরুত্থানের ফুৎকার : যেমন অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে *(যুমার ৩৯/৬৮)*।

(৩) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার ফুৎকার : যখন ১ম ফুৎকার দেওয়া হবে তখন মানুষ তা শুনে অজ্ঞান হয়ে

পড়বে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন মানুষ তাদের কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। আর তৃতীয়বার ফুৎকারে তারা আল্লাহ্র প্রতি ধাবমান হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ 'অতঃপর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং কেউ কারু খোঁজ-খবরও নিবে না' *(মুমিনূন ২৩/১০১)*। এ আয়াতটি হলো প্রথম ফুৎকারের প্রমাণ স্বরূপ। তখন সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে। আর এ সময় কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। অতঃপর যখন আখেরাতের ফুৎকার দেওয়া হবে তখন পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। যেহেতু বুখারীর হাদীছে আছে যে, দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। কিন্তু এই চল্লিশের পরিসীমা দেওয়া হয়নি। সুতরাং এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিঙ্গায় দু'টি মাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে।

দুই ফুৎকারে মাঝে ব্যবধান :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا 'দু'বার ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমার জানা নেই। এরপর তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি চল্লিশ মাস। তিনি বললেন, আমার জানা নেই'।[১০]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বারবার একই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সতর্কতার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা হতে বিরত ছিলেন। কেননা তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতেন না। ফলে তিনি নিজস্ব মতামত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন'।[১১]

কারা অজ্ঞান হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে? :

মহান আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে শিঙ্গায় ফুঁৎকারের দ্বারা কেউ কেউ যে ভীত-সন্ত্রস্ত ও অজ্ঞান হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৮)*। অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ 'আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন। আর সবাই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়' *(নামল ২৭/৮৭)*। (চলবে)

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১০. *বুখারী হা/৪৮১৪।*
১১. *ফৎহুল বারী ১১/৩৭০।*

ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ

-আবুল কালাম

(৪র্থ কিস্তি)

১৮. তাসবীহ ও দোয়া পাঠের ফযীলত :

আল্লাহকে স্মরণ করার অন্যতম একটি মাধ্যম তাসবীহ পাঠ করা। তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে জিহ্বা ও অন্তরকে সংযত রাখা যায়। সকাল-সন্ধ্যায় যে কোন সময় যে কোন তাসবীহ পাঠ করা যায়। আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 'সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৪১)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 'আর তুমি তোমার রবকে স্মরণ কর মনে মনে মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। সুতরাং তাসবীহ পাঠ ও দো'আর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা যায় এবং তাকে ডাকা যায়। আল্লাহর নিকট দো'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। তিনি বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমার নিকট দো'আ কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

নিম্নে কতিপয় ফযীলতপূর্ণ তাসবীহ ও দো'আ উল্লেখ করা হলো।

(ক) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ 'দু'টি বাক্য রয়েছে যা বলতে খুব সহজ, মীযানের পাল্লায় খুব ভারি, আল্লাহ্র নিকট খুব প্রিয়। তা হলো 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।[১]

(খ) سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ : হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে) পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে'।[২]

(গ) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ : যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার পাঠ করবে, সমুদ্রের ফেনার মত বেশী পরিমাণ পাপ থাকলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ – 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার পড়বে সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী (অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) তাঁর গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার মতো বেশী হয়, তবুও তা মাফ করে দেয়া হবে'।[৩]

(ঘ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : যে ব্যক্তি এই তাসবীহ দিনে একশতবার পড়বে তার দশটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সমপরিমান সওয়াব হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, من قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ – 'ব্যক্তি দিনে একশতবার পড়বে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর'

১. *বুখারী হা/৬৬৮২; মুসলিম হা/২৬৯৪; তিরমিযী হা/৩৪৬৭; ইবনুল মাজাহ হা/৩৮০৬; মিশকাত হা/২২৯৮।*
২. *তিরমিযী হা/৩৪৬৪; মিশকাত হা/২৩০৪।*
৩. *বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২২৯৬।*

(অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব তারই প্রশংসা এবং তিনি হচ্ছেন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান) তার দশটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সমপরিমান ছওয়াব হবে। তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার একশতটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, তার জন্য এ দো'আ ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে বেঁচে থাকার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং সে যে কাজ করেছে তার চেয়ে উত্তম কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এ চেয়ে বেশী পড়বে।[৪]

অন্য হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি উক্ত তাসবীহটি দশবার পাঠ করবে সে যেন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্ত করে দিলেন।[৫]

(ঙ) **سُبْحَانَ الله** : হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا

أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خطيئة» 'একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ কি একদিনে এক হাজার নেকী আদায় করতে সক্ষম? তার সাথে বসা লোকদের কেউ বললেন, আমাদের কেউ কিভাবে একদিনে এক হাজার নেকী আদায় করতে সক্ষম হবেন? তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কেউ যদি একদিনে একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়ে তাহলে এতে তার জন্য একহাযার নেকী লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ মাফ করা হবে'।[৬]

(চ) لا اله الا الله ، الحمد لله ، وسبحان الله ، الله اكبر : এই চারটি বাক্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাক্য। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ – 'সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর জন্য প্রশংসা) ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মাবুদ নেই) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান)' বলা আমার কাছে সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষাও বেশি প্রিয়।[৭]

অপর হাদীছে এসেছে, হযরত সামুরাহ ইবনে জনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا عَلَيْكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ 'সর্বোত্তম (মর্যাদাপূর্ণ) কালাম বা বাক্য হলো চারটি- (১) সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) (২) ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর জন্য প্রশংসা) (৩) ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন মাবুদ নেই) (৪) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান)'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি (১) সুবহান আল্লাহ (২) আল হামদুলিল্লাহ (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (৪) ওয়াল্লাহু আকবার। এ চারটি কালেমার যে কোন একটি প্রথমে (আগ-পিছ করে) বললে তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না'।[৮]

(ছ) **سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده عَدَدَ خَلْقه وَرِضَاءَ نَفْسه وَزِنَةَ عَرْشه وَمِدَادَ كَلِمَاته** : উম্মুল মমিনীন জুওয়াইরিয়্যাহ হতে বণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ

৪. *বুখারী হা/৩২৯৩; মুসলিম হা/২৬৯১; তিরমিযী হা/৩৪৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৮; মিশকাত হা/২৩০২।*
৫. *মুসলিম হা/২৬৯৩।*
৬. *মুসলিম হা/২৬৯৮; তিরমিযী হা/৩৪৬৩; মিশকাত হা/২২৯৯।*
৭. *মুসলিম হা/২৬৯৫; তিরমিযী হা/৩৫৯৭; মিশকাত হা/২২৯৫।*
৮. *মুসলিম হা/২১৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১১; মিশকাত হা/২২৯৪।*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه – 'একদিন নবী (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর খুব ভোরে তার নিকট হতে বের হলেন। তখন জুওয়াইরিয়্যাহ নিজ ছালাতের জায়গায় বসা। তারপর তিনি (ছাঃ) যখন ফিরে আসলেন তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়্যাহ তখনো ছালাতের জায়গায় বসে আছেন। তিনি (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় যে অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো কি সে অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। যদি তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছ তার সাথে আমার পড়া বাক্য ওজন দেয়া হয় তাহলে এর ওযই বেশি হবে। (বাক্যগুলো হলো) 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিয়া নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী'। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার-পুত-পবিত্রতা বর্ণণা করি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমান, তাঁর সন্তুষ্টি পরিমান, তাঁর আরশের ওযন পরিমান, তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমান।[৯]

(জ) **لا حَوْلَ وَلا قوَّةَ إلا بالله** : এটি জান্নাতের ভান্ডার সমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার। যেমন হাদীছে এসেছে হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِه» قَالَ أَبُو مُوسَى: وَأَنَا خَلْفَهُ أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه 'এক সফরে আমরা রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সাথে ছিলাম। লোকেরা তখন উচ্চস্বরে তাকবীর বলছিল। (তাকবীর শুনে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নফসের উপর রহম করো। কেননা তোমরা তাকবীরের মাধ্যমে কোন বধিরকে বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। বরং তোমরা ডাকছো এমন সত্তাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাকে ডাকছো তিনি তোমাদের প্রত্যেকের বাহনের গর্দান থেকেও বেশি নিকটে। আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ (ছাছ-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর সাহয্য ছাড়া আমার কোন উপায় নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়স (আবু মুসার ডাক নাম) আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারগুলোর মধ্যকার একটি ভান্ডারের সন্ধান দেব না? আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রাসুল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটা হলো 'লা-হাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ'।[১০]

বিভিন্ন দো'আর ফযীলত

(১) **اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استعطت، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعْمَتكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ** : এটি সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে সে জান্নাতী হবে।[১১]

(২) **بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** : এই দো'আ যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ে তার উপর আকস্মিক কোন বিপদ আপতিত হবে না। হাদীছে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্ধায় তিনবার বলবে, বিসমিল্লাহিল্লাহি লা ইয়াযুররু মাথা ইসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা ফিসসামাই ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম (অর্থাৎ আমি ঐ আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোন রূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)। সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন হঠাৎ বিপদ আসবে না। আর যে ব্যক্তি তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধা পর্যন্ত তার উপর কোন হঠাৎ বিপদ আসবে না'।[১২]

(৩) **أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** : কাবা গৃহে প্রবেশের সময় যে ব্যক্তি এ দো'আ পাঠ করবে সে সারা দিন শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। হাদীছে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

৯. মুসলিম হা/২৭২৬; মিশকাত হা/২৩০১।

১০. বুখারী হা/৪২০৫; মুসলিম হা/২৭০৪; মিশকাত হা/২৩০৩।

১১. বুখারী হা/৬৩০৬, মিশকাত হা/২৩৩৫।

১২. আবু দাউদ হা/৫০৮৮; মিশকাত হা/২৩৯১।

Contents

মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অফুরন্ত ক্ষমতায় বিতাড়িত শয়তান হতে’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘কেউ এ দো‘আ পাঠ করলে শয়তান বলে, আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেল’।[১৩]

(৪) **اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ** : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এ দো‘আ পাঠ করলে পাহাড়সম ঋণের বোঝা আল্লাহ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তার কাছে একজন চুক্তিবদ্ধ দাস এসে বলল, আমি আমার কিতাবাতের তথা মুমিনের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তিপত্রের মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না। আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালাম (বাক্য) শিখিয়ে দেবো, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার উপর বড় পাহাড়সম ঋণের বোঝা থাকে, তবে পড়বে- আল্লা হুম্মাকফিনী বিহালা লিকা আন হারা মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াক (অর্থাৎ হে আল্লাহ। তুমি আমাকে হালাল (জিনিসের) সাহায্যে হারাম থেকে বেঁচে রাখ এবং তুমি আমাকে তোমার রহমতের মাধ্যমে পরমুখাপেক্ষিতা হতে রক্ষা কর।[১৪]

(৫) ছালাতে কৃওমার সময় দো‘আ পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এমর্মে হাদীছে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذَنبه রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ইমাম যখন সামিআল্লাহ হুলিমান হামিদাহ বলবে, তখন তোমরা আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে’।[১৫] হাদীছে এসেছে হযরত রিযাআহ ইবনু রাফি যুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন পিছন হতে এক ছাহাবী رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ বললেন। ছালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে ছাহাবী বললেন, আমি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশজনের অধিক ফেরেশতা এর ছওয়াবকে আগে লিখবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে।[১৬]

(চলবে)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১৩. আবু দাউদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯।
১৪. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; আহমদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/২৪৪৯।
১৫. বুখারী হা/৭৯৬; মিশকাত হা/৮৭৪।
১৬. বুখারী হা/৭৯৯, মিশকাত হা/৮৭৭।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর’১২ হ’তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **‘সোনামণি’** -এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন ‘সোনামণি প্রতিভা’

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **‘সোনামণি প্রতিভা’**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(৪র্থ কিস্তি)

দুনিয়ার মূল্যহীনতা বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) সকলকে প্রয়োজন মাফিক বৈধ পথে সম্পদ আহরণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু অবৈধভাবে মূল্যহীন দুনিয়ার সম্পদের পেছনে ছুটতে নিষেধ করেছেন। যেমন বিভিন্ন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ-

আব্দুলাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিকট নিজ সম্পত্তির চেয়ে তার ওয়ারিছদের সম্পত্তিই অধিক প্রিয়? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পত্তি তার ওয়ারিছদের সম্পত্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জেনে রেখো! তোমাদের মধ্য এমন কেউ নাই যার কাছে তার নিজ সম্পত্তি অপেক্ষা তার ওয়ারিছদের সম্পত্তি অধিক প্রিয় নয়। তোমার সম্পত্তি হ'ল যা তুমি অগ্রিম প্রেরণ করেছ। আর তোমার ওয়ারিছদের সম্পত্তি হ'ল যা তুমি রেখে দিয়েছে'।[১]

মানুষের নেক আমল এমন এক স্থায়ী বন্ধু যে সর্বাবস্থায় সাথে থাকবে। আর অন্য সকল বন্ধুরা সময়মত ছেড়ে চলে যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, " الْأَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ: فَإِمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ لَكَ: مَا أَعْطَيْتَ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ فَذَلِكَ مَالُكَ، وَإِمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ، فَذَلِكَ أَهْلُكَ وَعَشِيرَتُكَ يُشَيِّعُونَكَ حَتَّى تَأْتِيَ قَبْرَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فَيَتْرُكُونَكَ، وَإِمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَلِكَ عَمَلُكَ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ- 'বন্ধু তিন প্রকারের। ১. তোমার এক বন্ধু তোমাকে বলে, তুমি যা দান করেছ ও যা জমা করে রেখেছ তা তোমার নয়। ঐটিই তোমার মাল। ২. অথবা বন্ধু বলবে, আমি তোমার সাথে থাকব যতক্ষণ না তুমি মালিকের দরজায় (কবরে) পৌঁছবে। এরপর আমি তোমাকে ছেড়ে ফিরে যাব। এরাই তোমার পরিবার-পরিজন। তোমার কবরে যাওয়া পর্যন্ত বিদায় জানাবে। এরপর তারা তোমাকে ছেড়ে ফিরে যাবে। ৩. অথবা বন্ধু বলবে, তুমি যেখানে প্রবেশ কর বা বের হও আমি তোমার সাথে আছি। আর এটিই তোমার আমল। তখন সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমিই আমার নিকট তিনটির মধ্যে সহজ ছিলে'।[২]

ধন-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা পরিহার করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) তার কাছে থাকা সকল সম্পদ খরচ করে দিয়েছিলেন। তিনি লজ্জাবোধ করতেন যে, যদি তিনি কোন সম্পদ রেখে যাওয়া অবস্থায় মারা যান তাহলে আল্লাহ তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করতে পারেন। সেজন্য মুমূর্ষু অবস্থায় যখনই জ্ঞান ফিরেছে তখনই তার কাছে থাকা সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ নিয়ে দান করে দিতে বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ. قَالَتْ قُلْتُ هِىَ عِنْدِى. قَالَ : ائْتِينِى بِهَا. فَجِئْتُ بِهَا وَهِىَ مَا بَيْنَ التِّسْعِ أَوِ الْخَمْسِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ بِهَا وَأَشَارَ يَزِيدُ بِيَدِهِ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِنْدَهُ أَنْفِقِيهَا-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর যে রোগে মৃত্যু বরণ করেছিলেন সেই সময়ে বলেছিলেন, হে আয়েশা! তোমার সেই সোনা কী করেছ? আমি বললাম, আমার কাছেই আছে। তিনি বললেন, আমার নিকট নিয়ে এস। আমি (তাঁর নিকট) তা নিয়ে এলাম। তার পরিমাণ নয় অথবা পাঁচের মাঝামাঝি। তিনি সেগুলো তাঁর হাতে রাখলেন, তারপর তা দিয়ে ইশারা করে বললেন, (বর্ণনাকারী ইয়াযিদ তার হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল) যদি এই সোনা মুহাম্মাদের কাছে থাকে আর সে যদি এমতাবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হয় তবে আল্লাহ্র প্রতি তার ধারণা কেমন দাঁড়াবে? তুমি এগুলো দান করে দাও।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

১. *বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮।*

২. *হাকেম হা/২৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯১৯।*

৩. *আহমাদ হা/২৪২৬৮; ছহীহাহ হা/২৬৫৩।*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَضَعَهَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَرَضِهِ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ اذْهَبِي بِالذَّهَبِ إِلَى عَلِيٍّ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَشَغَلَ عَائِشَةَ مَا بِهِ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ يُغْمَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَشْغَلُ عَائِشَةَ مَا بِهِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَأَمْسَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ فِي جَدِيدِ الْمَوْتِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِمِصْبَاحٍ لَهَا إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَقَالَتْ: اهْدِي لَنَا فِي مِصْبَاحِنَا مِنْ عُكَكِ السَّمْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَى فِي جَدِيدِ الْمَوْتِ-

সাহল বিন সা'দ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মালিকানায় সাতটি দীনার ছিল যা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট রেখেছিলেন। অসুস্থতাকালে তিনি বললেন, স্বর্ণগুলো নিয়ে আলী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাও। এর মধ্যে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। আর আয়েশা (রাঃ) ও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একাধিকবার এই কথা বলেন এবং বারবারই বেহুঁশ হয়ে যান এবং আয়েশা (রাঃ) তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে তা আলী (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তিনি তা ছাদাক্বা করে দেন। সোমবারের রাতে তিনি নতুনভাবে মৃত্যুর যন্ত্রনায় নিপতিত হন। আয়েশা (রাঃ) তার চেরাগটি তার গোত্রের জনৈক নারীর নিকট পাঠিয়ে বলেন, আমাদের চেরাগে একটু চর্বি হাদিয়া পাঠিয়ে দাও। কেননা রাসূল (ছাঃ) নতুনভাবে মৃত্যুর যন্ত্রনায় পড়েছেন'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট সে সময় তাঁর সাতটি দিনার ছিল। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) আমাকে সেগুলো বন্টন করে দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর অসুস্থতা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। পরে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলে তিনি সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, সেই ছয়টা অথবা সাতটা দিনার কী করেছ? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আপনার অসুস্থতা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। তিনি সেগুলো চাইলেন। তারপর তিনি তাঁর হাতের তালুতে সেগুলো সাজিয়ে বললেন, এগুলো অর্থাৎ ছয় অথবা সাতটা দিনার আল্লাহ্‌র নবীর নিকট থাকা অবস্থায় যদি তিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন তাহলে আল্লাহ্‌র নবীর ধারণা (আল্লাহ্‌র প্রতি) কেমন দাঁড়াল?[৫]

অন্যত্র এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ– 'আমার জন্য উহুদের সমতূল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না- তাতেই আমি সুখী হবো। তবে যদি আমার উপর থাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হয় তা ব্যতিক্রম।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদিনার কংকরময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে এলো। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, আমার নিকট এ ওহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহ র বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন, তুমি এখানে থাক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান কর।

অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, সম্ভবত তিনি কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তার কাছেই যেতে চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো যে, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলুলাহ! আমি একটা শব্দ শুনে তো শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। বাকী ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি শব্দ শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ ইনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তিনি আমার কাছে এসে বললেন, আপনার উম্মাতের কেউ যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও চুরি করে।[৭]

---

৪. তাবারানী কাবীর হা/৫৯৯০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৬৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/৯২৭।

৫. আহমাদ হা/২৫৫৩১; ছহীহাহ হা/২৬৫৩।

৬. বুখারী হা/৬৪৪৫; মুসলিম হা/৯৯১; মিশকাত হা/১৮৫৯।

৭. বুখারী হা/৬২৬৮; মুসলিম হা/৯৪।

Contents

তিনি আরো বলেন, مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا وَفِضَّةً، أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ، فَأَدَعُ مِنْهُ قِيرَاطًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قِنْطَارًا، قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ، أَذْهَبُ إِلَى الأَقَلِّ وَتَذْهَبُ إِلَى الأَكْثَرِ، أُرِيدُ الآخِرَةَ وَتُرِيدُ الدُّنْيَا قِيرَاطًا فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. 'আমার জন্য এটি আনন্দদায়ক নয় যে, ওহুদ পাহাড় সমতুল্য আমার সোনা ও রূপা থাকবে তা আমি মৃত্যু অবধি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে থাকব। অতঃপর তা থেকে এক কেরাত্ব রেখে যাব। বর্ণনকারী ছাহাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে অগাধ সম্পদ রেখে যাওয়াকে পসন্দ করেন? তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি অল্পের দিকে যাচ্ছি আর তুমি অধিকের দিকে যাচ্ছ। আমি পরকাল কামনা করছি, আর তুমি দুনিয়ার ক্বেরাত্ব কামনা করছ। তিনি এ কথা আমার নিকট তিনবার বললেন'।[৮]

হাদীছে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ أُحُداً يُحَوَّلُ لآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَباً أُنْفِقُهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلاَّ دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ. فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَلاَ عَبْداً وَلاَ وَلِيدَةً وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِىٍّ عَلَى ثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, আমাকে এটি আনন্দিত করে না যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারের জন্য ওহুদ পাহাড় স্বর্ণের পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়ে যাক। আর আমি তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু অবধি খরচ করে যাই। অতঃপর তা থেকে দুই দীনার রেখে যাই। তবে ঐ দুই দীনার ব্যতীত যা ঋণ পরিশোধের জন্য প্রস্তুত রাখি যদি ঋণ থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি মারা গেলেন অথচ তিনি একটি দীনার বা দিরহাম, দাস বা দাসী রেখে গেলেন না। কেবল রেখে গেলেন একটি বর্ম যেটি তিনি ষাট ছা' যবের বিনিময়ে জনৈক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।[৯]

ছাহাবীগণের সম্পদের প্রতি অনিহা :

ছাহাবায়ে কেরামও সম্পদ জমা রাখাকে চরম অপসন্দ করতেন। সেজন্য তারা তাদের কাছে থাকা সম্পদ নিয়ে চিন্তায় থাকতেন। তাদের কাছে থাকা সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে দিতেন। ওমর (রাঃ) একবার সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও লোভের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবীকে পরীক্ষা করেছিলেন। যেমন আছারে এসেছে, মালেকুদ্দার বলেন, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَخَذَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: اذْهَبْ بِهِمْ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلَّهُ سَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ بِهَا الْغُلَامُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالِي يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، حَتَّى أَنْفَذَهَا، فَرَجَعَ الْغُلَامُ، وَأَخْبَرَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَتَلَّهُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ، تَعَالِي يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ فَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ، فَأَعْطِنَا، وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارَانِ، فَدَحَا بِهِمَا إِلَيْهَا، وَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ وَسُرَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 'একদিন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) চারশ দীনার নিয়ে ব্যাগে রাখলেন। এরপর তিনি তার খাদেমকে বললেন, এটি নিয়ে আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ্‌র কাছে যাও এবং তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করে দেখবে এগুলো দিয়ে সে কি করছে। খাদেম সেগুলো তার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন বলেছেন, যাতে এগুলো আপনি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করেন। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তার প্রতি দয়া করুন। এরপর সে তার দাসীকে ডেকে বলল, এই সাতটি দীনার ওমুককে ও এই পাঁচটি ওমুককে দান করে দাও। এভাবে সবগুলো শেষ করে দিলেন। খাদেম ওমর (রাঃ)-এর নিকট ফিরে গিয়ে সংবাদ দিলেন এবং দেখলেন অনুরূপ ব্যাগ মু'আয বিন জাবালের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি খাদেমকে বললেন, এটি নিয়ে মু'আয বিন জাবালের কাছে যাও এবং তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করে দেখবে এগুলো দিয়ে সে কি করছে। খাদেম সেগুলো তার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিন বলেছেন, যাতে এগুলো আপনি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করেন। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তার প্রতি দয়া করুন। এরপর সে তার দাসীকে ডেকে বলল, এগুলো ওমুকের বাড়িতে আর

৮. মুসনাদে বাযযার হা/৩৩২১; ছহীহাহ হা/৩৪৯১; ছহীহুত তারগীব হা/৯৩২।

৯. আহমাদ হা/২৭২৪; তাবারাণী কাবীর হা/১১৮৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/৯৩৩।

এগুলো ওমুকের বাড়িতে পৌঁছে দাও। তখন মু'আযের স্ত্রী উঁকি মেরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমরাই তো মিসকীন, আমাদের দিন। থলেতে দু'টি দীনার ব্যতীত কিছুই ছিল না। সে দু'টো তিনি তার দিকে ছুড়ে ফেললেন। খাদেম ওমর (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে সংবাদ দিলে তিনি আনন্দ পেলেন এবং বললেন, তারা পরস্পরে ভাই ভাই।[১০]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হাদরাদ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِينُهُ فِى مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ : كَمْ أَمْهَرْتَهَا. قَالَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ– 'তিনি (তার এক) স্ত্রীর মোহর পরিশোধে সাহায্য প্রার্থনা করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসেন। তিনি বললেন, তুমি তার মোহর কত ধার্য করেছ? তিনি বললেন, দুইশত দিরহাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের যদি পাথর কাটতে হ'ত তাহলে বেশী (মোহর) ধার্য করতে না।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سُعْدَى، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا طَلْحَةُ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلًا، فَقُلْتُ: مَا لَكَ، لَعَلَّ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَنِعْمَ حَلِيلَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ . قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ؟ أُدْعُ قَوْمَكَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عَلَيَّ قَوْمِي، فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ: كَمْ قَسَمَ؟ قَالَ: أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ–

সু'দা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন তালহা (রাঃ) আমার কাছে আসলেন। স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? সম্ভবতঃ আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ হয়েছে; যার মাধ্যমে আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি? উত্তরে তালহা বললেন, না। তুমি কত উত্তমই না মুসলিমের স্ত্রী! আসলে আমার কাছে কিছু মাল জমা হয়ে গেছে। জানি না সেগুলো কি করব? স্ত্রী বললেন, সে ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা কিসের? আপনি আপনার গোত্রের লোককে ডেকে তা বিতরণ করে দিন! তালহা কিশোর খাদেমকে গোত্রের লোককে ডেকে হাযির করতে বললেন এবং সমস্ত মাল তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সে মাল ছিল ৪ লক্ষ (দিরহাম)![১২] কি বিস্ময়কর অবস্থা যে, যেখানে আমাদের সম্পদ না থাকলে চিন্তা করি সেখানে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের জমা থাকা সম্পদ নিয়ে চিন্তা করছেন। কীভাবে সম্পদগুলো খরচ করা যায়। আর মহিলা ছাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহ্‌র আদর্শ বান্দী যারা স্বামীকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

দরিদ্রতা বা অভাব-অনটন মুসলমানদের জন্য দোষণীয় নয়। কারণ যারা ইসলামের বিধান মনে চলবে তাদের দিকে দরিদ্রতা বন্যার পানির থেকেও দ্রুত এগিয়ে আসবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي سَعِيد: أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ، فَقَالَ: " اصْبِرْ أَبَا سَعِيدٍ، فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعَلَى الْوَادِي، أَوْ مِنْ أَعَلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهُ– আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার অভাবের অভিযোগ করেন। তিনি বললেন, হে আবু সাঈদ, ধৈর্য ধরো। কেননা, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসবে তার দিকে উপত্যকার উপরিভাগ থেকে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে বন্যার পানি যত দ্রুত নেমে আসে তার থেকেও অতি দ্রুত গতিতে দরিদ্রতা ধেয়ে আসবে।[১৩]

আনাস (রাঃ) বলেন, أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ، فَقَالَ: اسْتَعِدَّ لِلْفَاقَةِ 'জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, দরিদ্র জীবন-যাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[১৪]

দুনিয়ার মূল্যহীনতা ও দুনিয়ার পরিসমাপ্তির ব্যাপারে অন্যত্র এসেছে, عن ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْقَلِيلِ، وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَالثَّغْبِ– يَعْنِي الْغَدِيرَ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ– ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরো দুনিয়াকে অল্প বানিয়েছেন। সেই অল্প থেকেও এখন অল্পমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। দুনিয়ার যা অবশিষ্ট আছে তার উদাহরণ ঐ পুকুর বা দীঘির ন্যায় যার (উপরের) নির্মল পানিটুকু পান করা হয়ে গেছে এবং (নীচের) ঘোলা পানি পড়ে রয়েছে।[১৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ مَا بَقِىَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمِلِ

১০. তাবারাণী কাবীর হা/৪৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৬৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯২৬।

১১. হাকেম হা/২৭৩০; আহমাদ হা/১৫৭৪৪; ছহীহাহ হা/২১৭৩।

১২. হাকেম হা/৫৬১৫; তাবারাণী কাবীর হা/১৯৫; ছহীহুত তারগীব হা/৯২৫।

১৩. শু'আবুল ঈমান হা/১৪৭৩; আহমাদ হা/১১৩৯৭; ছহীহাহ হা/২৮২৮।

১৪. বায্যার হা/৩৫৯৫; ছহীহাহ হা/২৮২৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৯৮৫।

১৫. হাকেম হা/৭৯০৬; ছহীহাহ হা/১৬২৫।

أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلاَهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خَبُثَ أَعْلاَهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ 'দুনিয়ার যা অবশিষ্ট আছে তা কেবল বালা-মুছিবত ও ফিৎনা-ফাসাদ। আর তোমাদের কারো আমলের উদাহরণ পাত্রের উদাহরণের ন্যায়; যখন পাত্রের (খাদ্যের) উপরিভাগ ভাল থাকে তখন নিচের দিকও ভাল থাকে। আর যখন উপরিভাগ নষ্ট হয়ে যায় তখন নিচের ভাগও নষ্ট হয়ে যায়'[১৬]

অবৈধ উপার্জন যে কোনভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন না। সেজন্য আল্লাহ্র নিকট মূল্যহীন সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِى سَفِينَةٍ وَكَانَ يَشُوبُهُ بِالْمَاءِ وَكَانَ مَعَهُ فِى السَّفِينَةِ قِرْدٌ قَالَ: فَأَخَذَ الْكِيسَ وَفِيهِ الدَّنَانِيرُ قَالَ فَصَعِدَ الذَّرْوَ يَعْنِى الدَّقَلَ فَفَتَحَ الْكِيسَ فَجَعَلَ يُلْقِى فِى الْبَحْرِ دِينَاراً وَفِى السَّفِينَةِ دِينَاراً حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَىْءٌ 'এক লোক জাহাজে মদ বেচত। সে মদের সাথে পানি মিশাত। তার সাথে একটা বানর ছিল। একদিন বানরটা তার টাকার থলে নিয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। তারপর সে থলে থেকে এক দিনার সমুদ্রে এবং এক দিনার জাহাজে ফেলতে লাগল (এভাবে সে দিনারগুলো দু'ভাগ করে ফেলল)। অবশেষে থলেতে কিছুই অবশিষ্ট রইল না।[১৭]

عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: عَادَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا لَهُ: أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللهِ، تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْضَ , فَقَالَ خَبَّابٌ: كَيْفَ بِهَذَا ؟ وَأَشَارَ إِلَى أَسْفَلَ بَيْتِهِ وَأَعْلَاهُ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ –

ইয়াহইয়া ইবনু জা'দা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী খাব্বাব (রাঃ)-এর রোগ পরিচর্যাকালে তাকে বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! সুসংবাদ শোনো। তুমি তো হাওযে কাওছারের তীরে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পাশে থাকবে। তিনি তখন তার বাড়ির উপরতলা ও নীচ তলার দিকে ইশারা করে বললেন, এটা ও ওটার কী হবে? এদিকে নবী করীম (ছাঃ) তো বলেছেন, দুনিয়ায় অবস্থানকালে তোমাদের যেকোন জনের জন্য একজন আরোহীর পাথেয় পরিমাণ সম্পদই যথেষ্ট।[১৮]

আনাস (রাঃ) বলেন, اشْتَكَى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِى أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَيْسَ أَلَيْسَ قَالَ سَلْمَانُ مَا أَبْكِى وَاحِدَةً مِنَ اثْنَتَيْنِ مَا أَبْكِى صَبًّا لِلدُّنْيَا وَلاَ كَرَاهِيَةً لِلآخِرَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا فَمَا أُرَانِى إِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ. قَالَ وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ يَكْفِى أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلاَ أُرَانِى إِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللَّهَ عِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ. قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِى أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلاَّ بِضْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ. 'সালমান (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে সা'দ (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তিনি তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেননি? আপনি কি এই এই (ভালো কাজ) করেননি। সালমান (রাঃ) বলেন, আমি এই দু'টির কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে বা আখেরাতের পরিণতির আশংকায় কাঁদছি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সাদ (রাঃ) বলেন, তিনি আপনার থেকে কী প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? সালমান (রাঃ) বলেন, তিনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির একজন মুসাফিরের সমপরিমাণ পাথেয় যথেষ্ট। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, আমি সীমালংঘন করে ফেলেছি। হে ভাই সা'দ! যখন তুমি বিচার মীমাংসা করবে, ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে। ছাবিত (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, (মৃত্যুর সময়) সালমান (রাঃ) তার ভরণপোষণের জন্য সঞ্চিত মাত্র বিশাধিক দিরহাম রেখে যান।[১৯]

(চলবে)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

১৬. আহমাদ হা/১৬৮৯৯; তাবারাণী কাবীর হা/৮৬৬; ছহীহাহ হা/১৭৩৪
১৭. আহমাদ হা/৮৪০৮; তাবারাণী আওসাত্ব হা/২৫০৭; ছহীহাহ হা/২৮৪৪।
১৮ আবু ইয়া'লা হা/৭২১৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১৭; ছহীহাহ হা/১৭১৬।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩২২৫; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৭৮।

Contents

ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার

- ফায়ছাল মাহমূদ

চলমান অশান্ত ও হানাহানিকর পৃথিবীতে সকল মানুষ শান্তি চায় এবং শান্তির রাজ কায়েম করতে চায়। কিন্তু কোত্থেকে আসবে শান্তি এবং কোন আদর্শ শোনাতে পারে শান্তির বাণী? কোন আদর্শ অনুসরণে মানুষ পেতে পারে শান্তি ও সুখময় পৃথিবী? জী, হ্যাঁ, সে আদর্শের নাম ইসলাম তথা শান্তি, যা বিভীষিকাময় অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির আলো জ্বেলে দূর করতে পারে সকল অশান্তির অমানিশা, গ্লানি ও অবিশ্বাস।

ইসলাম মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় সর্বশেষ ও চুড়ান্ত ধর্ম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمِ 'নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ইসলামের গাইড বুক আল কুরআন দ্বারা নবীকুল সম্রাট এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অশান্ত ও অশান্তিময় আরব সমাজকে শান্তিময় সমাজে পরিণত করে জগৎদ্বাসীর সামনে অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*।

ইসলাম এমন চুড়ান্ত জীবন বিধান যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে পাবে সম্মান, শান্তি ও সমৃদ্ধি, সর্বোপরি চিরসুখময় আবাসস্থল জান্নাত। যেমন কুরআনে এসেছে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 'অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সুখময় জান্নাতের প্রতি, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝরণাসুমহ' *(ইউনুস ১০/৯)*। আর এজন্যই ইসলামী জীবন যাপনে আকাঙ্খী মুসলিমগণ তাদের মহান প্রভু আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে এভাবে যে, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

মানুষের আত্মার সুষ্ঠু গঠন ও সংশোধন এবং অনুপম চরিত্র বিনির্মাণে নবুয়তী ও রিসালাতী আদব তথা ইসলামের প্রদর্শিত শিষ্টাচারসমূহের একটি সুন্দর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। ইসলামী শিষ্টাচার তথা সততা, আমানত, ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধ ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা, আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়পরায়ণতা, লজ্জাশীলতা, দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি বিশ্ব মানবতার জন্য এক চিরন্তন উপহার। নিম্নে ইসলামী শিষ্টাচারের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

(১) সততা :

এটা এমন এক গুণ যা মানুষকে মহৎ ও সৎ পথে পরিচালিত করে। সততার উৎসাহ প্রদানে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا– 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল, তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*। প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত আয়াতদ্বয় বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, আল্লাহভীতি অর্জন করলে এবং সত্য কথা বললে আমাদের আমলসমূহের ঘাটতি বা ত্রুটিসমূহ স্বয়ং আল্লাহই সংশোধন করে দিবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তাওবাহ ৯/১১৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنْ عَبْدِ اللهِ – رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا 'নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন অবিরত সত্য বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে তাকে সত্যবাদী বলে লেখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে

লিপিবদ্ধ করা হয়’।[১]

আর সততার বিপরীত হল মিথ্যা, যা পাপের মূল। মিথ্যার কারণে অনেক সময় সমাজের মানুষের দ্বারা অন্য মানুষের মাঝে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যারা মানুষের মাঝে ফিৎনার বা অশান্তির উদ্দ্যেশে মিথ্যা প্রচার করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূল (ছাঃ) কঠিন হুশিয়ারীর বাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ‘এবং ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ’ *(বাক্বারাহ-২/১৯১)*।

(২) আমানতদারিতা :

আমানত আরবী শব্দ যার শাব্দিক অর্থ-বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা, আশ্রয় ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।[২] আর পরিভাষিক অর্থে ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, الأَمَانَةُ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الشيءُ الَّذِى فِي الذِّمَّةِ ‘আমানত ঐ বিষয়কে বলে যা

সংরক্ষিত থাকে’।[৩] আমরা সহজভাবে বলতে পারি, কারো কাছে কোন অর্থসম্পদ, বস্তুসামগ্রী বা জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আর যিনি গচ্ছিত বস্তুকে বিশ্বস্ততার সাথে যথাযথভাবে হেফাযত বা সংরক্ষণ করেন এবং চাওয়ামাত্র কোন টাল-বাহানা ছাড়া ফেরত দেন, তাকে আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত আমানতদার বলা হয়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আরবের ঘোর অমানিশার মধ্যেও যিনি আল-আমীন লক্বব অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইসলাম মুসলমানদেরকে আমানতদারিতার প্রতি সর্বদা উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসূমহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী’ *(নিসা ৪/৫৮)*।

আর প্রকৃত মু‘মিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো সে হবে আমানতদার। যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ‘এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে’ *(মু‘মিনূন ২৩/৮)*।

ইসলামে যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ, বস্তুসামগ্রী বা কথার আমানত রক্ষা করেনা সে ব্যক্তি মুনাফিক বা কপট। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক্ব এবং যার মধ্যে তার একটি দেখা যাবে তার মধ্যে মুনাফিক্বের একটি স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করবে (১) যখন তার নিকট কোন আমানাত রাখা হয় সে তা খেয়ানত করে, (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া- বিবাদ করে, তখন সে অশ্লীলভাষী হয়’।[৪]

আমানতদার ব্যক্তির জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজেই জান্নাতের যামীনদার হবেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) হ‘তে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের যামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামীনদার হব। ১.তোমরা যখন কথা বল, তখন সত্য বল; ২. যখন ওয়াদা কর, তখন পূর্ণ কর; ৩. যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তা আদায় কর; ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর; ৫. নিজ

১. *বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১৯৭১; আবু দাঊদ হা/ ৪৯৮৯।*

২. *ড. ফযলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ১৫৪।*

৩. *তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৩৮৬ পৃ.।*

৪. *বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬।*

Contents

দৃষ্টিকে অবনমিত রাখ এবং ৬. নিজ হাতকে অন্যায় কাজ হ'তে বিরত রাখ'।[৫] এছাড়াও ঈমানদার হওয়ার জন্য আমানতদার হওয়া আবশ্যিক শর্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ 'আনাস (রা) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন নেই।[৬]

(৩) ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধ ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা :

ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা দেশ ভালো হওয়া সম্ভব। আর ব্যক্তি বা মানুষ তার নিজের মাঝে কিভাবে সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলবে তার রূপরেখা প্রদান করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন, صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ 'আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্‌র রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তারই এবাদত করি' *(বাক্বারাহ ২/১৩৮)*।

অতএব মানুষ ইসলামকে জেনে নিলে তার ব্যক্তিগত জীবন সৌন্দর্যে ভরে উঠবে। সাথে সাথে চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ যা নষ্ট হলে সে সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা হারায় এবং সর্বদিক থেকে ধিক্কার পেতে থাকে। যেমন একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজী প্রবাদে বলা হয়েছে যে, when wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. 'মানুষের যখন সম্পদ হারিয়ে যায় তখন কিছুই হারায় না; যখন স্বাস্থ্যের হানি হয় তখন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়; আর যখন চরিত্র হারিয়ে যায় তখন সবকিছুই হারিয়ে যায়।

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য এ পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তারা সকলেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যার সর্বোত্তম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে সত্যায়ন করেছেন যে, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী'। যেমন হাদীছে এসেছে, عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আছ (রা) হ'তে বর্ণিত, যখন মু'আবিয়া (রাঃ) কূফায় আগমন করলেন তখন তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বললেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) (স্বভাবগতভাবে কথায় ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী'।[৭]

উত্তম চরিত্রবান মানুষ তার সচ্চরিত্রের বদৌলতে কঠিনতম ক্বিয়ামত দিবসে মীযানের পাল্লা নেকী দ্বারা পরিপূর্ণ পাবে, যা অতীব সৌভাগ্যের। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ 'আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশী ওযনের আর কোন জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কটুভাষীকেও ঘৃণা করেন'।[৮] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ شَىْءٍ يُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ 'আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সচ্চরিত্র ও সদাচারই দাঁড়িপাল্লায় মধ্যে সবচাইতে ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চারিত্রিক মাধূর্য দ্বারা অবশ্যই ছায়েম ও মুছল্লীর পর্যায়ে পৌছে যায়'।[৯]

উত্তম চরিত্র দিয়েই মানুষ জান্নাত ক্রয় করতে পারে, যা সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং মানব জীবনের প্রধান কাম্য। যেমন 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশী পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। [১০]

(চলবে)

[লেখক : কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, আল-'আওন]

৫. আহমাদ হা/২২৮০৯; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৪৭০; মিশকাত হা/৪৮৭০।

৬. আহমাদ হা/ ১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫।

৭. বুখারী হা/৩৭৫৮; মুসলিম হা/২৩২১।

৮. তিরমিযী হা/২০০২।

৯. তিরমিযি হা/২০০৩।

১০. তিরমিযী হা/২০০৪।

Contents

পুণ্যবতী নারী

- ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে সর্বপ্রথম মানবজাতির পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং পুণ্যময়ী নারীরূপে মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا– ‘হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক’ *(নিসা ৪/১)*।

পুণ্যবতী নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহান আল্লাহ এই নারীদের সম্পর্কে বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ– ‘অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে’ *(নিসা ৪/৩৪)*।

অত্র প্রবন্ধে পুণ্যবতী নারীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আলোচনা করা হল-

ড. মুহাম্মাদ রাতেব নাবলুসী তাঁর ‘ইসতিক্বামাহ’ প্রবন্ধে মুসলিম রমণীর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুসলিম রমণী বহুবিধ গুণে গুণান্বিত হবে। তিনি মোট ২৬টি গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. লজ্জাস্থান হেফাযতকারীণী।

২. ধার্মিকা।

৩. পুণ্যময়ী নারীর দেহের বর্ণ যেমনই হোক না কেন তার চেহারা হবে উজ্জ্বল।

৪. যে তাঁর পরিবার ও নিকটাত্মীদের জন্য কল্যাণকর কিছু পেশ করে। তাঁর নিকট হতে অকল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না।

৬. কষ্টকর হলেও সে ভালো কিছু পেশ করে এবং ভালো কিছু করতেই পসন্দ করে। সে কখনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনা।

৭. সে তার স্বামীর জীবদ্দশাতে বা মৃত্যুর পরেও খুলুছিয়াতের সাথে থাকে।

৮. সর্বদা সে হক্বের উপর অটল থাকে এবং হক্ব বলতে কখনো ভয় পায়না ।

৯. সে হবে ত্যাগী এবং বিলাসিতাহীন এবং সে কখনো স্বেচ্ছাচারীনী হবেনা।

১০. সে তার স্বামীর কণ্ঠস্বরের উপরে নিজের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে না।

১১. সে সৎ ও সত্য জীবন-যাপন করে। কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় না।

১২. সে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও ক্রোধ হতে বেঁচে থাকে।

১৩. কাজের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যাবলীকে সূক্ষ্মভাবে সমাধান করে।

১৪. যে জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় সুশোভিত এবং তাঁর কথা ও কাজ সৌন্দর্যমন্ডিত।

১৫. সে সর্বদা মার্জিত ও কল্যাণকর কথা বলে। তার ভাষায় কখনো অসঙ্গত কিছু প্রকাশ পায় না।

১৬. সে তাঁর ইবাদতের হেফাযতকারীনী হয় এবং তার বাড়ীর কাজে ও সন্তান প্রতিপালনে মনোযোগী ও নিষ্টাবতী হয়।

১৭. স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর বাইরে যায় এবং স্বামী যাদের সাথে তার সাক্ষাৎ করা অপসন্দ করে বা চায় না তাদের সাথে সে সাক্ষাৎ করে না।

১৮. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ খরচ করে না এবং সে ন্যায়পরায়ণতার সাথেই জীবন-যাপন করে।

১৯. সে বিনম্রতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও প্রশংসিত চরিত্রে ভূষিত হয়। সে তার স্বামীর ও পরিবারের গোপনীয় বিষয়কে সংরক্ষণ করে।

২০. সে তার বিবাহে উচ্চ মোহরানা দাবী করে না।

২১. পরামর্শের সময় সঠিক মত প্রদান করে। ছলনাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে না।

২২. দুঃখের সময় সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে। স্বামীর সাথে বন্ধুত্বসুলভ হয়। আর সন্তানদের যা কিছু দেয় তা মুহব্বতের সাথে দেয় এবং তাদের সঠিক পন্থায় লালন পালন করে।

২৩. সে তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল ছিয়াম পালন করে না।

২৪. যে আল্লাহ্র জন্যই লজ্জাশীল ও বিনম্র স্বভাবের হয় এবং কখনো সে অহংকারী হয় না।

২৫. যে বিপদাপদ ও মুছীবতের সময় ধৈর্যধারণ করে,

আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং দুঃখ-কষ্টের সময়ও আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করে।

২৬. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই স্বামীর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্র নাফরমানীতে তার আনুগত্য করে না।

পূণ্যবতী নারীর মর্যাদা :

ইসলাম নারীর যথার্থ মূল্যায়ন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(রূম ৩০/২১)*।

আরবী ভাষায় 'আল-আতফূ' বা সহানুভূতি হলো এমন এক দৃষ্টান্তমূলক জীবনের চালিকাশক্তি যার উপর স্বামী-স্ত্রীর মান-মর্যাদা ও জীবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সবকিছুই নির্ভর করে। কেননা বৈবাহিক জীবনে নারী-পুরুষের পারস্পারিক সহানুভূতি ও ভালবাসার চাদরে একে অপরকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে।

রাসূল (ছাঃ) ঈমানকে পারস্পারিক ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত ঈমানদার সেই যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করবে।[১] তাহলে ঈমানের বিবেচনায় স্ত্রী যিনি বাচ্চাদের প্রাণপ্রিয় মমতাময়ী মা, স্বামীর প্রিয়তমা, বন্ধুত্বের গোড়াপত্তনকারীনী। আর তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ভালবাসা আবর্তিত হয়। মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র এ বন্ধনকে মানব সৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্কের মেলবন্ধন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 'নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে' *(নিসা ৪/২১)*।

ইসলামে পুণ্যবতী নারীকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দাও ও আখেরাতের কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। অনেক মুফাসিসর এর তাফসীর করেছেন দুনিয়ার কল্যাণ মানে হলো পুণ্যবতী নারী।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়ার উপভোগের উপকরণ (ভোগপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী'।[২]

মুসলিম রমণী ঈমান ও দ্বীন পালনের ব্যাপারে তার স্বামী হতে স্বাধীন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ-

'আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য ফেরাঊন পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আমাকে ফেরাঊন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

এই আয়াতে দেখা যায় যে, ক্ষমতাধর-প্রতাপশালী ফেরাঊন পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রী আসিয়াকে তার তথাকথিত প্রভুত্বের দাসী হতে

১. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৭১; মিশকাত হা/৪৯৬১।*

২. *মুসলিম হা/১৪৬৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৪১৩।*

Contents

রাযী করাতে পারেনি। পারেনি তাঁকে সত্যিকার মা'বূদ থেকে আলাদা করতে। ফেরাউন কখনো পারেনি স্বীয় স্ত্রী আসিয়াকে তাকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করাতে। স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। সেটা প্রতাপশালী ফেরাউন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। আর তাঁর এই স্বাধীন ঈমান ও দ্বীন পালনের জন্যই তাকে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মুক্তি দিয়েছেন এবং দুনিয়াতেই জান্নাত দিয়েছিলেন। আর তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেছেন। অতএব কোন পুণ্যবতী নারী আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় স্বামীর কথা বা আদেশ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে।

অপরপক্ষে দু'জন নারী দ্বীনদার পরহেযগার নবীর বউ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে চরম খেয়ানত করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহান আল্লাহ বলেন,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ–

'আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য নূহ পত্নী ও লূত পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নাম চলে যাও' *(তাহরীম ৬৬/৯)*।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র খালেছ বান্দা হওয়া সত্ত্বেও দুইজন রাসুল ও নবীর স্ত্রীগণ কাফের ছিলেন। সতি-সাধবী রমনী হওয়ার জন্য উত্তম পরিবার যথেষ্ট নয়, বরং পিতা-মাতা ও নিজের ঐকান্তিক আশা-আকাংখা ও তীব্র প্রত্যাশা থাকা অত্যন্ত যরূরী। মহান আল্লাহ্‌র নিকটে একান্ত কামনা থাকা আবশ্যক।

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, একজন মহিলাকে রাসূল (ছাঃ) বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে তাঁর স্ত্রী হতে আপত্তি করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পাঁচটি সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমার ভয় হয় যে, যদি আমি তাদের হক আদায় করি তাহলে আপনার হক্বে কমতি হয়ে যাবে। আর যদি আপনার হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করি তাহলে তাদের হক্বের কমতি হবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে ইসলাম যথাযথ সম্মান করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দায়-দায়িত্ব ও মান-মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। শুধুমাত্র সৃষ্টিগত ও গুণাগুণের সামান্য তফাৎটুকুই যা পরিদৃষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى– 'সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই' *(আলে-ইমরান ৩/৩৬)*।

শারীরিক, মানসিক, সামাজিক যাবতীয় চিন্তা-চেতনায় নারীর বৈশিষ্ট্যাবলী পুরুষের মতই। ঠিক অনুরূপভাবে বৈবাহিক জীবনেও দায়িত্বের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ ময়দানে স্বাধীন।

খাওলা বিনতে ছা'লাবার একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর স্বামী ছিল আওস ইবনু ছামেত। তিনি বলেন, 'আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইবনু ছামিত (রাঃ) যিহার করলেন। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলাম। তিনি আমার স্বামীর পক্ষ হতে আমার সাথে বিতর্ক করলেন এবং বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, সে তো তোমার চাচার ছেলে। মহিলাটি বলেন, আমি সেখান থেকে চলে না আসতেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ মহিলার কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছে' *(মুজাদালাহ ৫৮ /১)*। এখানে থেকে কাফফারাহ পর্যন্ত অবতীর্ণ হল। অতঃপর তিনি বললেন, সে একটি দাস মুক্ত করবে। মহিলাটি বলেন, তার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন, সে একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করবে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে খুবই বৃদ্ধ, ছিয়াম পালনে অক্ষম। তিনি বললেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। মহিলাটি বলল, ছাদক্বাহ করার মত পয়সা তার নেই। মহিলাটি বললেন, এ সময় সেখানে এক ঝুড়ি খুরমা আসলো। তখন আমি (মহিলা) বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ পরিমাণ আর এক ঝুড়ি খুরমা দিয়ে আমি তাকে সহযোগিতা করবো। তিনি বললেন, তুমি ভালই বলেছো। তুমি এর দ্বারা তার পক্ষ হতে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। ইয়াহইয়া ইবনু আদাম বলেন, ষাট ছা'তে এ আরাক্ব হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মহিলাটি তার স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই তার পক্ষ হতে কাফফারা আদায় করেছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আওস (রাঃ) ছিলেন, উবাদাহ ইবনুল ছামিত (রাঃ)-এর ভাই।[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নে'মতরাজির অন্যতম নে'মত হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর জন্য পুন্যবতীকে স্ত্রীকে বৈধ ভালবাসা ও প্রশান্তিস্থল হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তা'আলার অন্যান্য রিযিকের মতই এটি একটি অনুগ্রহমূলক রিযিক ও বিশেষ উপহারস্বরূপ, যা বান্দাকে তাঁর প্রভুর নৈকট্য ও দুনিয়া-আখেরাতে কামিয়াবী হাছিলের পথ বাতলে দেয়। বাচ্চাদের প্রতিপালন, তাদের মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সৃষ্টি, জীবনে সৎ আমলের করার ক্ষেত্রে পুন্যবতী নারীর ভূমিকা অনন্য।

(চলবে)

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৩. *আবুদাউদ হা/২২১৪।*

Contents

সাক্ষাৎকার : মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী

*[আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (জন্ম : ১৯৪৬ খ্রি.) বাংলাদেশের অন্যতম প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিছ। দীর্ঘ প্রায় ৪৭ বছর যাবৎ তিনি ছহীহ বুখারীর দারস প্রদান করে আসছেন। পাকিস্তানের জামে'আ সালাফিয়া থেকে ফারেগ এই প্রবীণ মুহাদ্দিছ শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য ছাত্রকে পাঠদান করেছেন। দেশে-বিদেশে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও শুভাকাঙ্খী। অন্তঃপ্রাণ শিক্ষক হিসাবে পেয়েছেন ছাত্রদের অকুণ্ঠ ভালবাসা। তিনি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাসহ প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি ২রা মে ২০১৯ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে স্বীয় কার্যালয়ে তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাওহীদের ডাক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। সাক্ষাৎকারটি 'তাওহীদ ডাক'-এর পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।- **সহকারী সম্পাদক**]।*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্মতারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে চাই।

আব্দুল খালেক সালাফী : আমার জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদা যেলার জালসা গ্রামে। জন্মতারিখ জানা নেই। তবে পাকিস্তান স্বাধীনতার পূর্বে আনুমানিক ১৯৪৬/৪৭ সনে আমার জন্ম। বাবা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না। কৃষিকাজ করতেন। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। সবার বড় ভাই। পরিবারে আমিই একমাত্র শিক্ষিত। আমার জন্মের কিছুকাল পরই আমরা বাংলাদেশে চলে আসি। প্রথমে পোরশা থানার কোন এক গ্রামে বসবাস শুরু করি। সেখানে তিন বছর থাকার পর নওগাঁ যেলার নিয়ামতপুর থানার টিটিহার গ্রামে স্থায়ী হই। বাবা ও মা উভয়ের পরিবারই ছিলেন আহলেহাদীছ। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান যে ছোটবেলা থেকে শিরক-বিদ'আতমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : প্রাথমিক শিক্ষা কোথায় শুরু করেছিলেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় নওগাঁর রসূলপুর রহমানিয়া মাদরাসায়। এখানেই একটানা পড়াশোনা করি দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত। তখন ১৯৬৮-৬৯ সাল হবে। এই মাদরাসায় মাওলানা বদীউয্যামান আমার ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমি তাফসীর বায়যাভী পড়েছিলাম। এছাড়া মাওলানা আব্দুল হক্ব (নাচোল), আব্দুল ওয়াহ্হাব (দিনাজপুর), আব্দুল হক্ব (গোড়াগাড়ী), নূরুল হূদা (গোদাগাড়ী) প্রমুখ আমার শিক্ষক ছিলেন। পরে পাকিস্তানে গমন করি এবং সেখানে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বছর অবস্থান করি।

তাওহীদের ডাক : আপনার বৈবাহিক জীবন কি ছাত্রবয়সেই শুরু হয়?

আব্দুল খালেক সালাফী : হ্যাঁ, রসূলপুর মাদরাসায় তিরমিযীর ক্লাসে থাকতেই আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার শ্বশুরবাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে লক্ষীপুরে অবস্থিত। দাম্পত্য জীবনে আমার ৯টি সন্তান হয়। ছেলে ৩টা এবং মেয়ে ৫টা। একটা ছেলে জন্মের পর ২৯ দিন বয়সে মারা গেছে।

তাওহীদের ডাক : উচ্চশিক্ষার্থে পাকিস্তানকে কেন বেছে নিলেন এবং কিভাবে সেখানে গমন করলেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : দাওরা শেষে পাকিস্তান যাওয়ার প্রেরণা যোগান শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর ছোটভাই মাওলানা নূরুল হুদা। উনি তখন পাকিস্তানের করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে লেখাপড়া শেষ করে রসূলপুর মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। উনি আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হয় আমি কেন পারব না পাকিস্তানে পড়তে। তাঁর উৎসাহে আমরা রসূলপুর, আলাদীপুর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মোট ১০ জন ছাত্র তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পড়াশোনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এদের মধ্যে আব্দুস সাত্তার (সাপাহার, নওগাঁ), সাইফুদ্দীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আব্দুল মান্নান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) প্রমুখের নাম এখন মনে আছে। মাওলানা নূরুল হুদা ততদিন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপ পেয়ে ভর্তি হয়ে গেছেন। আমরা তাঁর নিকট পত্র লিখলে তিনি দিক-নির্দেশনা দেন। সেই মোতাবেক আমরা ঢাকা থেকে বিমানে চড়ে করাচী গমন করি এবং করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় আবূদাউদ শ্রেণীতে ভর্তি হই। সেখানে বুখারী ১ম খণ্ড ও মুসলিম ১ম খণ্ড পর্যন্ত পাঠ করি। শায়খুল হাদীছ হাকাম আলী কানাল্লাহু লাহু, মাওলানা আব্দুল আযীয, মাওলানা আব্দুর রশীদ প্রমুখ আমাদের শিক্ষক ছিলেন। রাতে মিসরীয় শিক্ষকরা এসে আমাদের আরবী ভাষা শিখাতেন। শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী ছিলেন আমাদের জুনিয়র। ছাত্র বয়সেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং তুখোড় বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের মারকাযের বর্তমান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানও সে সময় দারুল হাদীছের হিফয বিভাগে ছিলেন। এছাড়া মাওলানা ওবাইদুল্লাহ গযনফর (সাতক্ষীরা) ছিলেন আমাদের সহপাঠী। মোট বাঙালী ছাত্র ১৩/১৪ জন ছিল।

Contents

তিন বছর করাচীতে পড়াশোনা করে শেষ বর্ষে আমি কেন্দ্রীয় মাদরাসা লায়ালপুর তথা ফয়ছালাবাদের জামেআ' সালাফিইয়ায় গমন করি এবং সেখানে বুখারী ও মুসলিম পুনরায় পাঠ করি। এছাড়াও সেখানে ইরশাদুল ফুহূল, তাফসীরে বায়যাভী, কুৎবী, হেদায়াতুল হিকমাহ, মুনাযারা রাশিদিয়া প্রভৃতি কিতাব পড়ি। শায়খ আব্দুল্লাহ বুড্ডিমালভী, মাওলানা ছানাউল্লাহ, হাফেয বিন ইয়ামীন প্রমুখ আমাদের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া শায়খ আবান, আলী বিন মুশরিফ প্রমুখ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত আরব শিক্ষক আমাদের আক্বীদাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন। যেদিন আমাদের খতমে বুখারী হয় সেদিন দারসদাতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম ও জমঈয়তে আহলেহাদীছের তৎকালীন সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলভী। ফারাগাতের বছর আমি ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর একটি ৫০ পৃষ্ঠার থিসিস লিখি। এখানে আমার বাঙালী সহপাঠী ছিলেন মাওলানা মুছত্বফা (নাচোল), মাওলানা ওবাইদুর রহমান (নাচোল) প্রমুখ। এখানেও প্রায় ১৪/১৫ জন বাঙালী ছাত্র ছিলেন।

ফয়ছালাবাদ গমনের পূর্বে কিছুদিন আমি রাওয়ালপিণ্ডির দারুল কুরআন মাদরাসাতেও পড়াশোনা করি। সেটি হানাফী মাদরাসা ছিল। সেখানে শায়খ গোলামুল্লাহ্র নিকট তাঁর নিজের লিখিত তাফসীর পড়েছিলাম। এই তাফসীরে তিনি প্রত্যেক আয়াত দ্বারা তাওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন।

তাওহীদের ডাক : পাকিস্তানের কোন স্মৃতি বিশেষভাবে মনে পড়ে?

আব্দুল খালেক সালাফী : পাকিস্তানের বহু স্মৃতিই তো মনে ভাসে। আমরা মাদরাসায় নিয়মিত রুটি-সব্জি খেতাম। মহিষের দুধের তৈরী লাচ্ছি, দই খেতাম। পাঞ্জাবে সপ্তাহে দু'দিন গোশত দিত। তবে সেই দু'দিন আমাদের বাঙালীদেরকে মাছ দেওয়া হত। ভাত খেতাম সপ্তাহে এই দু'বারই। মাদরাসায় খাওয়া-দাওয়া ফ্রী ছিল। তবে অনেকে নিজেরাও রান্না করত।

শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি ছিল খুব চমৎকার। হাদীছের ক্লাসে শিক্ষকগণ হাদীছুল বাব এবং তরজমাতুল বাবের সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা আগে লিখে দিতেন। তারপর পড়ানো শুরু করতেন। আমি নিজে সেগুলি লিখে নিতাম। সেই নোটগুলো আমার কাছে বহুদিন যাবৎ লেখা ছিল এবং দেশে ফিরে এগুলো মুতা'আলা করেই আমি ছাত্রদের পড়াতাম। পড়াশোনার জন্য অনেক পরিশ্রম করতাম। ক্লাসের বই শেষ করার এত চাপ ছিল যে, অন্য কোন বই পাঠের সুযোগই পেতাম না। সকাল ৭টা থেকে আছর পর্যন্ত খাবার ও ছালাতের বিরতি ছাড়া টানা ক্লাস হত। বিকালে ছাত্ররা বাইরে বের হত। কেউবা লাইব্রেরীতে সময় কাটাত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা পাকিস্তানেই ছিলাম। এসময় পাকিস্তানীরা আমাদের প্রতি কোন খারাপ আচরণ করেনি। আমরা পত্রিকায় দেখতাম যে যুদ্ধ হচ্ছে। তখন সেখানকার অধিকাংশ বাঙালী পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। কেননা তারা ভেবেছিল কিছু রাজনীতিবিদ ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। প্রকৃতপক্ষে দেশে কি ঘটছে তা সেভাবে বুঝার সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশ যেদিন স্বাধীন হ'ল সেদিন পত্রিকায় নিয়াজীকে ভারতবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখে পাকিস্তানীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানের পরাজয়ে বাঙালীদের কেউ কেউ যেমন দুঃখ পেয়েছিল, তেমনি কেউ খুশীও প্রকাশ করেছিল। সবমিলিয়ে একটা হতভম্ব অবস্থা বিরাজ করছিল।

পাকিস্তানে আসার পর চার বছরে একবারও দেশে যাইনি। যখন পাকিস্তানে যাত্রা করি, তখন আমার কন্যার বয়স মাত্র দেড় বছর। পিতার কাছে পরিবারকে রেখে চলে এসেছিলাম। পড়ার প্রতি এমন ঝোঁক এসেছিল যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেইনি। পরিবারের সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হত। যখন যুদ্ধ চলছে, তখন লণ্ডন হয়ে চিঠি পাঠাতাম এক বন্ধুর আত্মীয়ের মাধ্যমে। পড়াশোনা শেষে আর দেশে ফিরতে পারছিলাম না। কেননা আমাদের কাছে পাসপোর্ট ছিল না। ফলে রেডক্রসের মাধ্যমে দেশে ফেরার আবেদন জানালাম। আবেদন মঞ্জুর হ'ল। অতঃপর লাহোর বিমানবন্দর থেকে আমাদেরকে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল।

উর্দূ পত্রিকা নিয়মিত পড়তাম। যেমন ইমরোজ, জং, ইনক্বিলাব প্রভৃতি। আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানীর আল-ই'তিছাম পত্রিকাও মাদরাসাতে আসত। ছাত্রদের কেউ কেউ এসব পত্রিকায় লিখত। ইনক্বিলাবে ওবায়দুল্লাহ গযনফর লিখতেন। তবে আমি কখনও লিখিনি।

আর ভ্রমণের তেমন কোন সুযোগ বা আগ্রহ কোনটাই ছিল না। করাচী থাকতে কেবল ক্লিফটন সী বীচে মাঝেমধ্যে ঘুরাঘুরি করতাম। এছাড়া ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, গুজরানওয়ালা, ওকাড়া প্রভৃতি শহরেও যাওয়ার সুযোগ হয়েছে।

জামেআ' সালাফিয়াহর প্রাঙ্গনেই জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কনফারেন্স হ'ত। সেখানে আমরা উপস্থিত থাকতাম। তৎকালীন জমঈয়ত ছদর মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলভীর সভাপতিত্বে আছরের ছালাতের পর কনফারেন্স শুরু হত। মাগরিবের পর থেকে খাওয়ার বিরতি থাকত। অতঃপর এশার ছালাতের পর থেকে রাত ১২/১টা পর্যন্ত কনফারেন্স চলত। এতে প্রচুর লোকসমাগম হত। বিশেষ কোন বক্তার নাম মনে নেই। কেবল মাওলানা আব্দুর রশীদ কামার নামক একজন বক্তার কথা মনে পড়ে। তিনি খুব উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বক্তব্য রাখতেন।

Contents

তাওহীদের ডাক : পাকিস্তানে আপনার সাথে কোন কোন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আব্দুল খালেক সালাফী : ফয়ছালাবাদে ইদারাতুল উলূম আল-আছারিয়াহ-এ মাঝে মধ্যে আমরা যেতাম। সেখানে মাওলানা আব্দুহু, মাওলানা ছিদ্দীক, মাওলানা ইসহাক চীমা প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ হত।

এছাড়া ইহসান ইলাহী যহীরের সাথে দেখা হয়েছিল। তবে পাকিস্তানে থাকতে তাঁর কোন বক্তব্য শোনা হয় নি। ১৯৮৪ সালে যখন তিনি বাংলাদেশে আসেন তখন তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়। তাঁর বক্তব্যের একটা অংশ এমন ছিল যে, 'আমাদের আহলেহাদীছদের কোন বক্তব্য যদি কুরআন-হাদীছের বিপরীত হয়, তবে কাল সূর্য ওঠার পূর্বেই আমরা সেটা ছেড়ে দেব। অনুরূপভাবে আপনারা মাযহাবীরাও ঘোষণা করুন যে, আপনাদের বক্তব্য যদি কুরআন-হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে সেটা ত্যাগ করবেন। তাহলেই আমাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে'। রাত এগারোটার ভাষণে তিনি এই কথা বলেন।

একবার মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি কোন এক উপলক্ষ্যে জামেআ' সালাফিয়াতে আসলেন। পোষাক ছিল মার্কিন থান কাপড়ের পাঞ্জাবী ও লুঙ্গি। তাঁকে এভাবে খুব সাধারণ বেশভূষায় দেখে অবাক হয়েছিলাম। সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। অথচ তিনি তাদেরকে রেখে মসজিদের এক কোনে ছালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দৃশ্যটি মনে বেশ রেখাপাত করেছিল।

ছূফী আব্দুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল গুজরানওয়ালাতে। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হিসাবে পাকিস্তানে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর নিকট অনেক লোককে দো'আ নিতে দেখেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : দেশে ফিরে কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : ১৯৭৩ সালে ঈদুল ফিৎরের পর দেশে ফিরে প্রথমে রসূলপুর মাদরাসাতেই শিক্ষকতা শুরু করি। আমার জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করছিলেন। দেশে এসে তাই প্রথমেই মাদরাসায় যোগ দেই। অতঃপর এক সপ্তাহের ছুটি পেলে বাড়িতে যাই। এই মাদরাসায় প্রথম বছর নাসাঈ পড়িয়েছিলাম। আর দ্বিতীয় বছর তথা ১৯৭৪ সাল থেকে প্রথম বুখারী পড়ানো শুরু করি। ঐ বছরেই আমি রসূলপুর মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। সেখানে ৩/৪ বছর থাকার পর ভায়ালক্ষীপুর মাদরাসায় আসি। এখানেও প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। প্রত্যেক মাদরাসাতেই ছহীহ বুখারী পড়ানোর সুযোগ হয়েছে। বিগত ৪৭ বছরে ২/১ বছর বাদ দিয়ে প্রতি বছরই ছহীহ বুখারী পড়িয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। ভায়ালক্ষীপুরে প্রায় ১০ বছর কাটিয়ে পুনরায় রসূলপুরে ফিরে যাই। এরপর বিভিন্ন সময়ে আলাদীপুর, কদমডাঙ্গা, কলমুডাঙ্গা ও মাকলাহাট মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছি। ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। ঢাকা শহরের মাদরাসা হওয়ায় এখানে আমি প্রিন্সিপাল হিসাবে যোগ দিতে চাইনি। কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। তবুও ড. এম. এ. বারী ছাহেবের নির্দেশে আমাকে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যোগদান করতে হয়। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। পরে কমিটির সাথে কিছুটা দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় সেখান থেকে চলে আসি। অতঃপর পুনরায় ভায়ালক্ষীপুর মাদরাসায় যোগদান করি। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে চাঁপাই দারুল হাদীছে শিক্ষকতা শুরু করি। সর্বশেষ ২০১০-১১ সনে নওদাপাড়া মাদরাসায় যোগদান করি। অতঃপর ২০১৪ সাল থেকে এখানে প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্বরত আছি।

তাওহীদের ডাক : একজন মুহাদ্দিছ হিসাবে হাদীছ পাঠদানকালে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : যেভাবে পাকিস্তানে পড়াশোনা করেছি এবং সেখানকার শিক্ষকদের যেভাবে পাঠদান করতে দেখেছি তার অনুসরণেই আমি দারস প্রদান করি। আগে তর্জমাতুল বাব ও হাদীছুল বাবের মধ্যে সম্পর্কটা বলে দেই। তারপর কঠিন শব্দগুলো অর্থসহ বিশ্লেষণ করে দেই। তারপর তর্জমা করি। সবশেষে হাদীছ থেকে কোন মাসআলা ইস্তিম্বাত করার থাকলে করে দেই। এই নিয়মেই আমি পড়িয়ে আসছি। মুতা'আলা দেখার জন্য শুরু থেকে ফাতহুল বারীই দেখি। এছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ দেখার সময় হয় না।

তাওহীদের ডাক : শিক্ষক হিসাবে সফল হতে গেলে করণীয় কি?

আব্দুল খালেক সালাফী : যে বিষয়ে পাঠদান করবে সে বিষয়টি নিজেকে ভালভাবে পড়তে হবে ও গভীরভাবে জানতে হবে। ক্লাসের পূর্বে মুতা'আলার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ক্লাসে ছাত্ররা যদি মেধাবী হয় এবং তারাও যদি নিয়মিত মুতা'আলা করে তবে সেটা শিক্ষকদেরকে মধ্যেও অগ্রগতি সৃষ্টি করে। এজন্য ছাত্রদেরকে সবসময় পড়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকেও পরিশ্রম করাতে হবে। তাদেরকে প্রশ্ন শেখাতে হবে। এতে করে ক্লাসে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র যেমন উপকৃত হবে, তেমনি নিজেও শিক্ষক হিসাবে সফল হওয়া যাবে। একজন ভাল শিক্ষক কেবল পড়ান না বরং ছাত্রদেরকে বাস্তবভিত্তিক অনুশীলনীর মাধ্যমে শেখান। এতেই ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত যোগ্যতা তৈরী হয়। কেবল পাঠদান করার নাম শিক্ষকতা নয়, বরং যোগ্য ও আদর্শবান ছাত্র তৈরী করার নাম শিক্ষকতা।

তাওহীদের ডাক : উল্লেখযোগ্য কোন ছাত্রের নাম বলুন।

আব্দুল খালেক সালাফী : অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। সবার নাম মনে রাখা কঠিন। তবে রাণীবাজারের সাবেক প্রিন্সিপাল আলাউদ্দীন সালাফী, আব্দুল হামীদ (গাইবান্ধা), আফতাবুদ্দীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আব্দুর রহীম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) প্রমুখের নাম বলতে পারি।

তাওহীদের ডাক : আপনার লিখিত কোন গ্রন্থ রয়েছে কি?

আব্দুল খালেক সালাফী : না, লেখালেখির অভ্যাস আমার নেই। তবে উছূলে হাদীছের একটি পুস্তক 'মিন আতয়াবিল মিনাহ' অনুবাদ করেছি, যেটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাওহীদ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর অনুবাদ সম্পাদনা করেছি। এছাড়া মাসিক আত-তাহরীকের ফৎওয়া বোর্ডের সদস্য হওয়ার পর বেশ কিছুদিন ফৎওয়া লিখেছিলাম। এমনকি এজন্য এই বৃদ্ধ বয়সে কম্পিউটারও শিখেছিলাম। তবে অসুস্থতার কারণে এখন আর লিখতে পারি না।

তাওহীদের ডাক : আপনি হাদীছশাস্ত্রে কার নিকট থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত হয়েছেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : জামেআ সালাফিয়া থেকে ফারাগাতের পর শায়খ আব্দুল্লাহ বুড্ডিমালভী আমাকে খাছ ইজাযাত প্রদান করেন। পরে আমার নিকট থেকেও অনেক ছাত্র ইজাযত গ্রহণ করেছে। একবার সঊদী দূতাবাসের ইয়াতীম বিভাগের পরিচালক জনৈক আরব ছাত্র আমার নিকট ছহীহ বুখারীর দারস গ্রহণ করে 'ইজাযত' নেন।

তাওহীদের ডাক : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নাম প্রথম কখন শুনেছিলেন?

আব্দুল খালেক সালাফী : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নাম আমি প্রতিষ্ঠার পরই শুনেছি। আমীরে জামাআত ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকেও তখন থেকে চিনতাম। পরে যখন নওদাপাড়ায় বার্ষিক ইজতেমা শুরু হল তখন থেকেই আমাকে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হত। সেই হিসাবে সংগঠনের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক শুরু থেকেই ছিল।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পাঠকদের জন্য নছীহতমূলক কিছু বলুন!

আব্দুল খালেক সালাফী : তাওহীদের ডাক যদিও সেভাবে আমি পড়িনি, তবে যুবকরা এর মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা রাখছে, তা প্রশংসনীয়। আমি তাদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি এবং তাদের জন্য দো'আ করি।

তাওহীদের ডাক : এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

আব্দুল খালেক সালাফী : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ছয়. মাৎসর্য রিপু :

মাৎসর্য হলো ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ, অপকার, হনন ইত্যাদি। মাৎসর্যের কোন প্রকার হিতাহিত বোধ নেই। মাৎসর্য উলঙ্গ, অন্ধ ও বিকৃত অবস্থাকে পূজা করে থাকে। মাৎসর্যান্ধ মানুষ নিজে কোন কাজেই কোনকালে সুখ পায় না। নিজের কোন কিছুর প্রতি যত্নবান হওয়া বা খেয়াল করার সুযোগও তার নেই। তার চোখে বুকে অপরের ভাল কাজের প্রতি প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। অথচ তার নিজের পক্ষে তা সম্পন্ন করার ক্ষমতাও তার নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়েও সে মাৎসর্যে লিপ্ত হয়। এমনি এ রিপু তাকে ধীরে ধীরে হীন থেকে হীনতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। এক সময় সমাজের চোখে সে চিহ্নিত হয়ে যায়। তখন তার কথা ও কাজের কোনই মূল্য থাকে না।

মাৎসর্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পরশ্রীকাতরতা। পরশ্রীকাতরতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চরম অশান্তি ডেকে আনে। পরশ্রীকাতরতার তিনটি দিকে রয়েছে। এক, অন্যের ভাল কিছু দেখলে তার গা জ্বলে যাওয়া; দুই, অপর কেউ ভাল কিছু করলে তার বিরোধিতা করা কিংবা ভাল কাজটির নেতিবাচক দিকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্যের সামনে হাযির করা; তিন, বেঁকে বসা (উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের বেলায়) অর্থাৎ অমান্য বা অবজ্ঞা করা।

হিংসা মানব মনের কঠিনতম রোগসমূহের অন্যতম। হিংসার জন্যে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়। হিংসুক ব্যক্তি অন্তরাগুনে জ্বলে সর্বদা এবং হিংসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যতায় রূপ দান করে। এদের অন্তরে মহাব্যাধি বাসা বেঁধে থাকে এবং মনে করে তাদের এই গোপনীয় বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ পাবে না। কিন্তু দেরীতে হলেও হিংসুক ব্যক্তির আসল রূপ উদিত সূর্যের ন্যায় বিকশিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ- وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ের গোপন বিদ্বেষ কখনোই প্রকাশ করে দেবেন না'? 'আমরা চাইলে তোমাকে তাদের দেখাতাম। তখন তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতে এবং তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি তাদের অবশ্যই বুঝে নিতে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্যক অবগত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৯)*।

১. হিংসার সূচনা

গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি হিংসাও মানুষকে অধঃপতনের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সৃষ্টির সূচনায় প্রথম পাপ ছিল আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসার পাপ। যার ফলে ইবলিশ শয়তান হিংসা ও অহংকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে মহান রাব্বুল আলামিনের সামনে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'আর যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

ক. আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসা : সর্বপ্রথম আদমের উচ্চ সম্মান দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। তাকে আদমের প্রতি সম্মানের সিজদা করতে বলা হলে সে করেনি। ফলে সে জান্নাত থেকে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হয়। আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। সে নিজেকে আদমের চাইতে শ্রেষ্ঠ দাবী করে তাঁকে সম্মানের সিজদা করেনি। সে যুক্তি দিয়ে বলেছিল, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'আল্লাহ তুমি আমাকে আগুন দিয়ে তৈরী করেছ এবং আদমকে তৈরী করেছ মাটি দিয়ে' *(আ'রাফ ৭/১১-১২)*। অতএব আগুন কখনো মাটিকে সিজদা করতে পারে না। তার এই যুক্তির ফলে সে অভিশপ্ত হয় এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়। এভাবে আসমানে প্রথম হিংসা করে ইবলীস এবং সেই-ই প্রথম আদম ও হাওয়াকে বিভ্রান্ত করে। ফলে তারাও জান্নাত থেকে আল্লাহ্র হুকুমে নেমে যান। আদমের ও তার সন্তানদের প্রতি ইবলীসের উক্ত হিংসা আজও অব্যাহত রয়েছে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে *(আরাফ ৭/১৩-১৫; হিজর ১৫/৩৩-৩৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله، وأبى أن يسجد له حسدا، فالحاسد من جند إبليس

'হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের ন্যায়। সে শয়তানের অনুসারী। কেননা সে শয়তানের চাহিদা মতে সমাজে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং অন্যের উপর আল্লাহ্‌র নে'মতসমূহের ধ্বংস কামনা করে। যেমন ইবলীস আদমের উচ্চ মর্যাদা ও তার শ্রেষ্ঠত্বকে হিংসা করেছিল এবং তাকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।[১]

খ. হাবীলের প্রতি কাবীলের হিংসা : পৃথিবীতে হিংসা থেকে সর্বপ্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে। কাবীল হিংসা বশে স্বীয় ভাই হাবীলকে হত্যা করে। কারণ পশুপালক হাবীল ছিল মুত্তাকী পরহেযগার ও শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। সে আল্লাহকে ভালবাসে তার সর্বোত্তম দুম্বাটি আল্লাহুর ওয়াস্তে কুরবানীর জন্য পেশ করে। অথচ তার কৃষিজীবী ভাই ক্বাবীল তার ক্ষেতের ফসলের নিকৃষ্ট একটা অংশ কুরবানীর জন্য পেশ করে। ফলে আল্লাহ তারটা কবুল না করে হাবীলের উৎকৃষ্ট কুরবানী কবুল করেন এবং আসমান থেকে আগুন এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। এতে ক্বাবীল হিংসায় জ্বলে ওঠে ও হাবীলকে হত্যা করে। অথচ এতে হাবীলের কিছুই করার ছিলনা। এতদসত্ত্বেও কাবীল তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ – لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ '(হে নবী!) তুমি লোকদের নিকট আদমের দুই পুত্রের ঘটনা সত্য সহকারে বর্ণনা কর। যখন তারা কুরবানী পেশ করে। অতঃপর একজনের কুরবানী কবুল হয়, কিন্তু অপর জনের কুরবানী কবুল হয়নি। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে সে বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন'। 'যদি তুমি আমার দিকে হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' (মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)।

বলা বাহুল্য, এই মানবেতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ফলে ক্বাবীল হত্যাকাণ্ডের সূচনাকারী হিসেবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হবে তার একাংশ তার আমলনামায় লেখা হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হবে, তার পাপের একটা অংশ ক্বাবীলের আমলনামায় লেখা হবে। কেননা সেই-ই প্রথম এর সূচনা করেছিল এভাবে আসমানে প্রথম হিংসা করেছিল ইবলীস এবং যমীনে প্রথম হিংসা করেছিল ক্বাবীল। সুতরাং সুন্দরের প্রতি আকর্ষন ও ভালোর প্রতি হিংসা চিরন্তন।[২]

গ. ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসা : নবী ইউসুফ (আঃ)-এর ১০ জন বিমাতা ভাই ছিল। যারা ছিল তার আপন খালার সন্তান। ইউসুফ (আঃ) ও বেনিয়ামীনের মা মারা যাওয়ায় মাতৃহারা দুই শিশুপুত্রের প্রতি পিতা নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর পিতৃস্নেহ স্বভাবতই বেশী ছিল। তন্মধ্যে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতিই তাঁর আসক্তি ছিল বেশী তাঁর অলৌকিক গুণাবলীর কারণে। তদুপরি শিশুকালে ইউসুফ (আঃ)-এর দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনার পর পিতা তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং অজানা আশংকায় তাঁকে সর্বক্ষণ চোখের উপর রাখতেন। ফলে বিমাতা ভাইয়েরা তাঁর প্রতি হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং শিশু ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত বিষয়ে সূরা ইউসুফ নাযিল হয়। যাতে পুরা ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হিংসুকরা ভালোর প্রতি কিভাবে হিংসা করে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না করুণ পরিণতি ঘটে। যেমন সূরা ইউসুফে মহান আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে বলেন, 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

যখন ইউসুফ পিতাকে বলল, পিতর! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরন্নদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফ কে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়।

তারা বলল, পিতা! ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ

---

১. *ইবনল ক্বাইয়িম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ২/২৩৪ পৃ.।*
২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হিংসা ও অহংকার (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৮-২৯।*

করব।

তিনি বললেন, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। তারা বলল, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল।

তারা বলল, পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। তিনি বললেন, এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১২/৩-১৮)*।

২. যুগে যুগে হিংসা : যুগে যুগে বহু সত্যসেবী আলেম, দ্বীনের দাঈ ও নেতা নির্যাতিত হয়েছেন একমাত্র নিন্দুকের নিন্দা ও কুচক্রীদের হিংসার কারণে। এদের চিনতে হলে কিছু নিদর্শন জেনে রাখা ভাল। এরা সাক্ষাতে সুন্দর কথা বলে এবং আড়ালে নিন্দা করে। কোন কল্যাণ দেখলে চুপ থাকে এবং অকল্যাণ দেখে খুশী হয়। শেষ নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীরাও হিংসা করেছিল। যদিও নবী-রাসূলগণ নিন্দনীয় বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন।

ক. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ইহূদী ও নাছারাদের হিংসা : ইহূদী-নাছারা ইসলামের নবীর প্রতি সবচেয়ে বেশী হিংসাকারী। তাদের বংশ বনু ইসহাক থেকে শেষনবী না হয়ে বনু ইসমাঈলের কুরায়েশ বংশ থেকে হওয়ায় তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি হিংসায় অন্ধ ছিল। অথচ তাদের কিতাব তাওরাত-ইনজীলে শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ও তাঁর পূর্ণ পরিচয় আগেই বর্ণিত হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। কিন্তু তারা তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে বরদাশত করতে পারেনি। ফলে তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুমিনদের চাইতে মক্কার কাফিরদের অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا سَبِيلاً- أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا- 'তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে ইলাহী কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, যারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদের বলে যে, তারাই মুমিনদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত'। 'এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাৎ করেন, তার জন্য তুমি কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/৫১-৫২)*।

মুমিনদের প্রতি হিংসা ছাড়াও তারা তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করে ইহূদী-নাছারাদের দলভুক্ত হওয়ার আকাংখা পোষণ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বশতঃ আহলে কিতাবদের অনেকে তোমাদেরকে ঈমান আনার পরেও কাফির বানাতে চায়। এমতাবস্থায় তোমরা ওদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*।

ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আহলে কিতাবদের রীতি-নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে মুমিনদের সাবধান করেছেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে তারা যে সর্বদা মুসলমানদের শত্রুতা করবে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের ও তাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা জানা সত্ত্বেও তারা এটা করে থাকে স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে' *(ঐ, তাফসীর)*। আল্লাহ বলেন, وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ 'ইহূদী ও নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। এখানে শেষনবী (ছাঃ)-কে বলা হ'লেও তা মূলতঃ উম্মতে মুহাম্মাদীকে বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি ইহূদী-খ্রিষ্টান অপশক্তির অতীত ও বর্তমান আচরণ অত্র আয়াতের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

খ. কুরায়েশ কাফিরদের হিংসা : আল্লাহ স্বীয় নবী মুহাম্মাদকে নবুঅত ও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ বংশ কুরায়েশ নেতারা হিংসায় জ্বলে ওঠে তাঁর এই উচ্চ মর্যাদার কারণে। তাদের ধারণা মতে নবুঅতের সম্মান তাদের মত নেতাদের পাওয়া উচিৎ ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ 'আর তারা বলে যে, এই কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন বড়

নেতার উপরে? ‘তবে কি তোমার প্রতিপালকের রহমত তারাই বণ্টন করবে?’ *(যুখরুফ ৪৩/৩১-৩২)*। উল্লেখ্য, এখানে মক্কার নেতা আবু জাহল অথবা ত্বায়েফের নেতা ওরাওয়া ইবনু মাসঊদের উপর বুঝানো হয়েছে?

কুরায়েশ নেতারা কিরূপ শ্রেষ্ঠত্বের কাঙ্গাল ছিল যে, নিজেদের বংশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীকে পেয়েও তারা সর্বদা তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করেছে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়েছে ও যুদ্ধ করেছে কেবল উক্ত মর্যাদা নিজেরা না পাওয়ার হিংসা থেকেই।

গ. মুনাফিকদের হিংসা : মুনাফিকরা ইসলাম যাহির করে ও কুফরীকে অন্তরে লালন করে। তাদের হৃদয় সর্বদা খাঁটি মুমিনদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও কপটতায় পূর্ণ থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ‘তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তারা নাখোশ হয়। আর তোমাদের কোন অমঙ্গল হলে তারা খুশী হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীনে রয়েছে’ *(আলে ইমরান ৩/১২০)*।

মক্কায় মূলতঃ কাফির ও মুসলমানদের সংঘর্ষ ছিল। কিন্তু মদীনায় গিয়ে যোগ হয় ইহূদী ও মুনাফিকদের কপটতা। যা ছিল কাফিরদের ষড়যন্ত্রের চাইতে মারাত্মক। ৩য় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে গমনকারী এক হাযার মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে সাড়ে তিনশ’ মুনাফিকের পশ্চাদগমন ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে আল্লাহভীরু নেতাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। অথচ সর্বদা মুনাফিকরা ভাবে যে, তারাই লাভবান। যদিও প্রকৃত অর্থে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ভাবে তাদের চতুরতা কেউ ধরতে পারবে না। অথচ তারাই সবচেয়ে বোকা। কেননা দেরীতে হলেও তাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ- وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ‘যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ের গোপন বিদ্বেষ কখনোই প্রকাশ করে দেবেন না’? ‘আমরা চাইলে তোমাকে তাদের দেখাতাম। তখন তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতে এবং তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি তাদের অবশ্যই বুঝে নিতে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্যক অবগত’। ‘আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা নেব। যতক্ষণ না আমরা (প্রমাণসহ) জানতে পারব তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকারের মুজাহিদ এবং কারা সত্যিকারের ধৈর্যশীল। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অবস্থা সমূহ যাচাই করে থাকি’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৯-৩১)*। বস্তুতঃ মুনাফিকদের কপটতা মুমিনদের সরলতা ও স্বচ্ছতার প্রতি হিংসা থেকে উদ্ভূত হয়। আর মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের এই হিংসা চিরন্তন।[৩]

৩. হিংসা থেকে বেঁচে থাকার উপায় : আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিংসা বর্জন করা উচিৎ। যখন মানুষ জানবে যে, হিংসায় জাহান্নাম ও তা পরিত্যাগে জান্নাত, তখন সে চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়ার আশায় ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বস্তু পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ‘আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হ’তে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাত তার ঠিকানা হবে’ *(নাযে‘আত ৭৯/৪০-৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ‘যা তোমার উপকারে আসবে, সেদিকে তুমি প্রলুব্ধ হও’।[৪]

ক. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন : যত কষ্টই হৌক বা যত কঠিনই হৌক, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে নিয়ে হিংসা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ‘আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর’ *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(নিসা ৪/১৩)*। কেননা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়ে তার রহমত লাভ করা পার্থিব সকল কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহ বলেন, هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ‘সবকিছুর অভিভাবকত্ব আল্লাহ্র যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ’ *(কাহফ ১৮/৪৪)*।

খ. শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করা : হিংসা হ’ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব যখনই কারো প্রতি হিংসার উদ্রেক হয়, তখনই أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

---

৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হিংসা ও অহংকার, প্রাগুক্ত, ৩০-৩২।
৪ . মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮।

‘*আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম*’ বলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে ।[৫] আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ‘অতঃপর শয়তান যখনই তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন’ *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৬)*।

হিংসুক দ্বীনকে মুন্ডনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ- وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোগ তোমাদের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করবে। আর তা হ’ল হিংসা ও বিদ্বেষ, যা সবকিছুর মুন্ডনকারী। আমি বলছি না, চুল মুন্ডনকারী। বরং তা হবে দ্বীনকে মুন্ডনকারী। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা পরস্পরে বেশী বেশী সালাম কর’।[৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ- قَالَ أَبُو عِيسَى يَعْنِى الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ‘তোমরা পারস্পরিক বিদ্বেষের মন্দ হ’তে বেঁচে থাক। কেননা এটি দ্বীনের মুন্ডনকারী’।[৭]

গ. হিংসা সংবরণে বিনম্রতা : মন্দকে মুকাবিলা করতে হবে উত্তম দ্বারা। মহান আল্লাহ এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ‘ভাল ও মন্দ সমান হ’তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রম্নতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ‘তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না’।[৮] ক্রোধকে সংবরণ করতে হবে বিনম্রতার মাধ্যমে। এসম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ‘মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*।

বিনয় ও নম্রতা মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ ‘মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়’।।[৯] অন্যত্র বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ‘যে বান্দাহ আল্লাহ্‌র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন’।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান’।[১১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم ‘আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্থই হয়’।[১২]

শেষ কথা

জীবনে চলার পথে ষড়রিপু প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। প্রতিটি মূহুর্তে আমাদেরকে ষড়রিপুর মুখোমুখি হতে হয়। মানব জীবনের সাফল্যের জন্য অটুট সংযম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সংযম সাধনার মাধ্যমেই ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সমাজের প্রতিটি মানুষ ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে চললে সমাজ জীবনে সুখ-শান্তিও অনাবিল আরাম বিরাজ করতে পারে। এই ষড়রিপুর মধ্যে অহংকার এমন একটি রিপু যা অণু পরিমাণ শরীরে বিরাজ করলে তার জন্যে জান্নাত হারাম। আর এই অহংকারী হতে সাহায্য করে হিংসা। হিংসা মানব জীবনের চরম গ্লানীময় রিপু। যার জন্যে মানুষ উৎকৃষ্ট থেকে নিৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। হিংসা জীবনের পরতে পরতে পরজীবির মত লেগে থাকে অন্তরের কোণে। ইবলীস শয়তান সর্বপ্রথম হিংসা পরায়ণ হয় আদম (আঃ)-এর সম্মান লক্ষ্য করে। তারপরেই জবানে প্রষ্ফুটিত হয় অহংকার। সেই ইবলীস আজও মানুষের মনে প্রতিনিয়ত হিংসার কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। তাই বেশী বেশী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় কামনা করা উচিৎ। মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদেরকে দেহের ষড়রিপু থেকে আশ্রয় কামনা করতে হবে। তিনি আমাদের সহায় হোন- আমীন!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

৫. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭।
৬. তিরমিযী হা/২৫১০, মিশকাত হা/৫০৩৯, হাদীছ হাসান।
৭ .তিরমিযী হা/২৫০৮; মিশকাত হা/৫০৪১।
৮. বুখারী হা/৬১২৫।
৯. তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।
১০. মুসলিম হা/২৫৮৮।
১১. ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহা ২/৫২৩।
১২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।

Contents

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

(খ) আল-কুরআনুল কারীম :

কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কাছে জিবরাঈল (আ.) অহি নিয়ে আসেন, যেমনভাবে মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নিকট অহি নিয়ে আসতেন। কুরআনের মতই প্রত্যেককে তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক।[১]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. কাযী মুহাম্মাদ ইউসুফ কাদিয়ানীর বক্তব্য- 'গোলাম আহমাদ আদিষ্ট হয়েছে যে, তার কাছে যে অহী আসে তা তার জামা'আতকে শুনাবেন। অনুরূপভাবে উহার উপর বিশ্বাস করা ও ঈমান আনা কাদিয়ানীদের আবশ্যিক কর্তব্য *(মুহাম্মাদ ইউসুফ রচিত 'আন-নবুঅত ফিল ইসলাম' ২৮ পৃ.)*।[২]

২. সে আরো বলে, إن جبريل جاء إلي واختارني وأدار إصبعه و أشار الي بأن الله يحفظك من الأعداء অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.) আগমন করে আমাকে পসন্দ করলেন এবং তার আঙুল ঘুরিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে শত্রু হতে রক্ষা করবেন' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'মাওয়াহিবুর রহমান' ৪৩ পৃ.)*।[৩]

৩. সে আরো বলে, 'মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার অহীতে বিশ্বাস করি, যেমন কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে বিশ্বাস রাখি *(গোলাম আহমাদ রচিত 'হাকীকাতুল অহী' ২১১ পৃ.)*।[৪]

৩. ভন্ড গোলাম আহমাদের উপর যে তথাকথিত ইলহাম হয়েছে সেগুলোকে কাদিয়ানীরা কুরআনের মত মূল্যায়ন করে। মুহাম্মাদ ইউসুফ কাদিয়ানী বলে, إن الله سمي مجموعة إلهامات غلام أحمد "الكتاب المبين" অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা গোলাম আহমাদের ইলহামাতের সমষ্টিকে 'আল-কিতাবুল মুবীন' নামে অভিহিত করেছেন' *(মুহাম্মদ ইউসুফ কাদিয়ানী রচিত 'আন-নবুঅত ফিল ইসলাম' ৪৩ পৃ.)*।[৫]

৪. সে আরো বলে, 'আল-কিতাবুল মুবীন' বিশ খন্ডে সমাপ্ত *(আল-ফযল, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ খ্রি.)*।[৬]

৫. গোলাম আহমদ আরো বলে, 'শরী'আত কি? তা তোমরা বুঝে নাও। আদেশ নিষেধের বর্ণনা করার নাম শরী'আত। যে ব্যক্তি এ কাজ করবে এবং তার উম্মতের জন্য আইন-কানূন নির্ধারণ করবে, সেই হ'ল ছাহেবে শরীআত। সুতরাং আমিই ছাহেবে শরীআত। কেননা আমার কাছে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অহী আসে। আর শরী'আতের জন্য এটা যরূরী নয় যে, তা নতুন নতুন আহকাম সম্বলিত হবে। কেননা কুরআনে যে সমস্ত শিক্ষা রয়েছে তাওরাতেও তা বর্তমান' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'আরবাঈন' ৭ পৃ.)*।[৭]

পর্যালোচনা ও জবাব

তাদের উপরোক্ত নিকৃষ্টতম আক্বীদা-বিশ্বাসসমূহ প্রমান করে যে, তারা একটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী। ইসলামের সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কেন তারা এমন লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হ'তে চাইছে, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। রং, ঢং, সুরতে-চেহারায়, চলনে ও বলনে এমনকি তাদের নাম মুসলমানদের মত হ'লেও তারা মূলতঃ আবু জাহলের অনুসারী। তারা কখনো মুসলমান নয়, মুসলমান হ'তে পারে না। বরং তারা মুসলমানদের দুশমন। ইহসান ইলাহী যহীর তাদের কুরআন বিষয়ক আক্বীদা খণ্ডনে বলেন, 'কাদিয়ানীরা আরো বিশ্বাস করে যে, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্মের অধিকারী এবং তাদের শরী'আত একটা স্বতন্ত্র বিষয়। গোলাম আহমাদের সঙ্গী-সাথী ছাহাবীগণের মতই এবং তার উম্মত একটি নতুন উম্মত'।[৮]

মহান আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[৯]

রাসূল (ছা.) বলেন, لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِى إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتِ. قَالَ قِيلَ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ. أَوْ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ– অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই সু-সংবাদ ব্যতীত। তিনি বলেন, বলা হল মুবাশ্‌শিরাত কি হে

১. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
২. *তদেব*, পৃ. ১০১।
৩. *তদেব*, পৃ. ১০২।
৪. *তদেব*, পৃ. ৯৮।
৫. *তদেব*, পৃ. ১০৯।
৬. *তদেব*, পৃ. ১০০।
৭. *তদেব*, পৃ. ১১১।
৮. *তদেব*, পৃ. ১১০।
৯. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত, ৫/৩।

আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন অথবা বলেছেন সত্য স্বপ্ন।[১০]

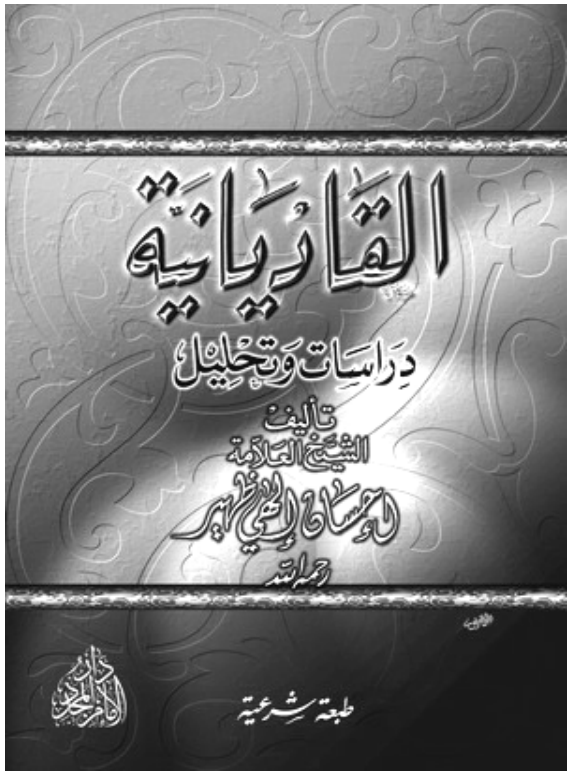

(গ) হাদীছে নববী ও খতমে নবুঅত :

কাদিয়ানীরা মির্যা গোলাম আহমাদের হাস্যকর প্রলাপকে হাদীছ হিসাবে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে অন্যান্য নবীদের মত তার কথাও হাদীছ। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, যেহেতু কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদের প্রলাপসমূহকে কুরআনের মতই মনে করে তাই তারা বলে যে, যে সকল হাদীছে গোলাম আহমাদের উক্তির বিপরীত হবে, উহা প্রত্যাখ্যাত; যদিও তা প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ হাদীছ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে সকল হাদীছ গোলাম আহমাদের উক্তির মুতাবেক তা বিশুদ্ধ। যদিও তা প্রকৃতপক্ষে মওযূ (জাল) বা মিথ্যা হয়ে থাকে।[১১]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. কাদিয়ানীদের খলীফা মাহমুদ আহমাদ[১২] বলেছে, গোলাম আহমাদের কথা নির্ভরযোগ্য। এর উপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু হাদীছ সমূহের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা হাদীছ সমূহ তো আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র মুখ থেকে শুনিনি, আর গোলাম আহমাদের কথা আমরা তার মুখ থেকেই শুনেছি। কাজেই হাদীছ ছহীহ হ'লে তা গোলাম আহমদের উক্তির বিপরীত হওয়া সম্ভব নহে *(গোলাম আহমাদ পুত্র মাহমুদ আহমাদের উক্তি, যা কাদিয়ানী পত্রিকা 'আল-ফযল'-এ উদ্ধৃত হয়েছে, ২৯ এপ্রিল ১৯১৫ খ্রি.)*।[১৩]

২. এ পত্রিকাটি আরো প্রচার করেছে- 'এক বেআদব লিখেছে, গোলামের যে সকল উক্তি বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীত তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এ নির্বোধ বুঝতে পারেনি যে, এর দ্বারা গোলাম আহমাদের সত্য দাবীগুলো অস্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়তে পারে। পক্ষান্তরে কোন কোন হাদীছ এমনও রয়েছে, যেগুলোকে আলেমগণ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী গোলাম আহমাদ বলেন যে, ইহা বিশুদ্ধ। সুতরাং আমরা তার কথা বিশ্বাস করব, ওদের কথা নয়। তিনি যে হাদীছকে বিশুদ্ধ বলেন, আমরাও তাকে বিশুদ্ধ বলব। আর যে হাদীছকে তিনি দুর্বল বলেন, আমরাও তাকে দুর্বল বলব। কেননা হাদীছসমূহ রাবীদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছা.) থেকে শুনিনি। তবে গোলাম আহমাদের কথার উপর আমরা এ জন্য নির্ভর করি যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবহিত হওয়ার পর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আর তিনি হলেন একজন জীবন্ত নবী। মোটকথা, যে হাদীছ গোলাম আহমদের উক্তির বিপরীত হবে, হয়তো তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অথবা তা বিশুদ্ধ নয় *(আল-ফযল, ২৯ এপ্রিল, ১৯১৫ খ্রি.)*।[১৪]

৩. কাদিয়ানীদের খলীফা ও তাদের নেতা মাহমূদ আহমাদ বলেছে, 'মসীহে মাওউদ' (গোলাম আহমাদ) যে কুরআন পেশ করেছেন তা ভিন্ন আর কোন কুরআন নেই। যে হাদীছ গোলাম আহমাদের শিক্ষার আলোকে হবে, তা ভিন্ন আর কোন হাদীছ নেই। গোলাম আহমাদের নেতৃত্ব বহির্ভূত কোন নবী নেই। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে দেখতে চায়, সে যেন গোলাম আহমাদের প্রতিচ্ছবি দেখে নেয়। কেননা যে ব্যক্তি তার মাধ্যম ছাড়া মুহাম্মাদকে দেখতে চায়, তার পক্ষে তা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার মাধ্যম ছাড়া কুরআন দেখতে চায়, তবে এই কুরআন সেই কুরআন নয়। যা যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করে, বরং তা সেই কুরআন হবে, যা যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করে। অনুরূপভাবে গোলাম আহমাদের ব্যাখ্যা ছাড়া হাদীছের কোন মূল্য নেই। কেননা প্রত্যেকে এ থেকে যা ইচ্ছা তা বের করতে পারে

---

১০. আহমাদ হা/২৪৫২৪, ৫২তম খণ্ড ১১২ পৃ.; মুসলিম হা/৩২ (২৪০৪) 'ছাহাবাগণের মর্যাদা' অধ্যায় ' আলী ইবন আবী তালিব (রা.)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ ৪র্থ খণ্ড ১৮৭০ পৃ.।

১১. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১২. মাহমূদ বিন আহমাদ 'খলীফাতুছ ছানী, তথা কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা। কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা নূরুদ্দীন ১৯১২ সালে মারা গেলে সে নিজেকে কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা হিসাবে যাহির করে এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের আরাধনা শুরু করে। যা তার মৃত্যু অবধি অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৩. *তদেব* ।

১৩. *তদেব* ।

১৪. *তদেব* ।

(জুম'আর খুতবা যা মাহমুদ আহমাদ কাদিয়ানে প্রদান করেছিল, দ্র. 'আল-ফযল' পত্রিকা, ১৫ জুলাই ১৯২৪ খ্রি.)।[১৫]

৪. মাহমূদ আহমাদ লিখেছে যে, 'আমরা (কাদিয়ানীরা) বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন অনুসারে এ উম্মতের সংশোধন ও হেদায়াতের জন্য নবীগণ প্রেরণ করতে থাকবেন' *(মাহমূদ আহমাদের প্রবন্ধ, দ্র. 'আল-ফযল' পত্রিকা, ১৪ই মে, ১৯২৫ খ্রি.)*।[১৬]

৫. সে আরো লিখেছে, 'তারা কি মনে করে আল্লাহ্র ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। তা না হ'লে কোথায় এক নবী, বরং আমি বলি, অচিরেই হাযার হাযার নবীর আগমন ঘটবে' *(মাহমূদ আহমাদ রচিত 'আনওয়ারুল খিলাফাত' ৬২ পৃঃ)*।[১৭]

৬. মাহমূদ আহমাদকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভবিষ্যতে নবীগণের আগমন কি সম্ভব? তখন সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, নবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবেন। কারণ পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাসাদ বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নবীগণের আগমন অপরিহার্য *('আল-ফযল' ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ খ্রি.)*।[১৮]

৭. গোলাম আহমাদ নিজেও তার শিষ্যদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছে, 'নিশ্চয়ই নবীগণের আগমন আল্লাহ্র একটা অনুগ্রহ এবং তাদের ধারাবাহিকতা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। এটা আল্লাহ্র বিধান। তোমরা এটাকে ঠেকাতে পারবে না' *(গোলাম আহমাদের 'কিতাবে শিয়ালকোট'-এর সার সংক্ষেপ, ২২ পৃ.)*।[১৯] এ ধরণের হাযারো ভ্রান্ত কথা সে বলেছে। শুধু তাই নয় সে নিজেকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের চেয়ে উত্তম বলে দাবী করেছে। সে এটা বলতে কুণ্ঠিত হয়নি যে, সে হলো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের গর্ব। এমনকি সে নাকি নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এরও গর্ব *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

৮. কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে গোলাম আহমাদ নবী ও রাসূল। গোলাম আহমাদ নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, 'আমি ঐ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং নবী নামে অভিহিত করেছেন। আর আমাকে মাসীহ মাওঊদ বলে আহ্বান করেছেন এবং আমার দাবীর সমর্থনে তিন হাযার নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'তাতমিয়াতু হাকীকাতিল অহি' ৬৮ পৃ.)*।[২০]

৯. সে আরো বলে, তিনিই সত্য প্রভু, যিনি কাদিয়ানে তার রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কাদিয়ানকে হিফাযত করবেন এবং প্লেগ রোগ থেকে রক্ষা করবেন। এ সুরক্ষা অব্যাহত থাকবে যদিও তা সত্তর বছর পর্যন্ত হয়। কেননা এটি তার নবীর আবাসভূমি। আর তা সমস্ত উম্মতের জন্য নির্দশন স্বরূপ' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'দাফেউল বালা' ১০-১১ পৃ.)*।[২১] অথচ তার জীবদ্দশাতেই কাদিয়ানে প্লেগ রোগে অনেক মানুষের প্রাণ গেছে। সে নিজেই তার গ্রাম কাদিয়ান-এ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার মর্মান্তিক খবর দিয়ে স্বীয় শশুর মশাইয়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল।[২২]

১০. সে আরো বলে, আমার রিসালাত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এত বেশী সংখ্যক নিদর্শন প্রেরণ করেছেন, যদি তা এক হাযার নবীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে এতেই তাদের রিসালাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু মানব শয়তানরা এটা বিশ্বাস করে না' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'আইনুল মা'রেফাহ' ৩১৭ পৃ.)*।[২৩]

১১. সে আরো বলে 'যে অর্থে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে নবী রাসূল বলা হত সেই অর্থে গোলাম আহমদও নবী এবং রাসূল *(আল-ফযল, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খ্রি.)*।[২৪]

১২. মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে সমস্ত নবী-রাসূলের চেয়ে উত্তম মনে করে। এমনকি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গর্ব বলে বিশ্বাস করে। গোলাম বলে, 'আমাকে যা কিছু আল্লাহ দিয়েছেন, তা জগদ্বাসীর মধ্যে আর কাউকে দেননি' *(গোলাম আহমাদ রচিত 'যমীমাতু হাকীকাতে অহি, ৮৭ পৃ.)*।[২৫]

১৩. সে আরো বলে, সকল নবীগণকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা একাই আমাকে দেয়া হয়েছে' *(গোলাম আহমাদের 'দুররে ছামীন' ২৮৭ পৃ.)*।[২৬]

পর্যালোচনা ও জবাব

ইহসান ইলাহী যহীর কাদিয়ানীদের খতমে নবুঅত সম্পর্কে বাজে আক্বীদাগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রদ করেছেন। কাদিয়ানীদের খতমে নবুঅত সম্পর্কে বিশ্বাস হলো যে, নবুঅতের সিলসিলা এখনো শেষ হয়নি বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। তারা বলে, আরবীয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বারা নবুঅত শেষ হয়নি বরং নবুঅত চলতে থাকবে।[২৭] ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ছা.) শেষ নবী ও রাসূল। তারপর আর কোন নবী নেই। তাঁর উপরই রেসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই অহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে, তাঁর কিতাবই শেষ কিতাব, তাঁর উম্মতই শেষ উম্মত এবং

১৫. *তদেব* ।
১৬. *তদেব*, পৃ. ১০২।
১৭. *তদেব* ।
১৮. *তদেব* ।
১৯. *তদেব*, পৃ. ১০৩।
২০. *তদেব* ।
২১. *তদেব* ।
২২. *তদেব* ।
২৩. *তদেব* ।
২৪. *তদেব*, পৃ. ৯৭।
২৫. *তদেব*, পৃ. ১০৫।
২৬. *তদেব*।
২৭. *তদেব*, পৃ. ১০২।

তাঁর ধর্মই শেষ ধর্ম। তারপরে যে কেউ নবুঅতের দাবী করবে সে হবে মহা মিথ্যুক এবং আল্লাহ্র উপর অপবাদ আরোপকারী। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (ছা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নহেন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী'।[২৮]

মুহাম্মাদ (ছা.) হলেন আখেরী যামানার শেষ নবী ও রাসূল। যে এতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ করবে এবং তাঁর খতমে রিসালাতের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হবে সে যিন্দীক, মুরতাদ কাফের। কেননা সকল সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। মুহাম্মাদ (ছা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তার পরে আরো ত্রিশ জন ভন্ড নবী দুনিয়ায় আগমন করবে। তিনি এ কথাও বলে গেছেন যে, তিনিই শেষ নবী। তার পরে আরো কোন নবী নেই। তাঁর মাধ্যমে নবুঅতের সিলাসিলা শেষ হয়ে গেছে।[২৯]

নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওত এবং তাঁর শেষ নবী হওয়ার প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করা হল।-

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى অর্থাৎ 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়'।[৩০]

২. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'।[৩১]

৩. মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নহেন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী'।[৩২]

৪. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল'।[৩৩]

৫. মহান আল্লাহ বলেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ- 'নাকি তারা বলে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করছে? অথচ যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে (হে মুহাম্মাদ) তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বাতিলকে মিটিয়ে দেন ও নিজ কালেমাসমূহ (কুরআন) দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত'।[৩৪]

৭. মহান আল্লাহ বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ- অর্থাৎ 'তুমি কি তাকে দেখেছ যে তার খেয়াল-খুশীকে তার উপাস্য বানিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ টেনে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে সুপথ প্রদর্শন করবে? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'।[৩৫]

২৮. তদেব, পৃ. ১০০।
২৯. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল, পৃ. ১০৫।
৩০. সূরা নাজম ৫৩/৩-৪।
৩১. সূরা সাবা ৩৪/২৭।
৩২. সূরা আহযাব ৩৩/৪০।
৩৩. সূরা আ'রাফ ৭/১৫৮।
৩৪. আল-কুরআন, সূরা শূরা, আয়াত-৪২/২৪।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা জাছিয়া, আয়াত-৪৫/২৩।

৮. মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ- لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ- ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তারা ধ্বংস হবে)। নিঃসন্দেহে এটি মহা পরাক্রান্ত এক কিতাব। সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ’।[৩৬]

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ فِيهِ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ، إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ- অর্থাৎ ‘আমার এবং অপর নবীগনের দৃষ্টান্ত এক প্রসাদের মত যাকে খুব সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু উহাতে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়। দর্শকরা এটা প্রত্যক্ষ করে এবং এর সুন্দর নির্মাণে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়, তবে,একটি ইটের জায়গা খালি থাকার কারণে আশ্চার্যবোধ করে। আমার দ্বারা দালানের নির্মাণ কাজ শেষ হল এবং রাসূলগণের আগমনও আমার দ্বারা সমাপ্ত হল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে- আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। আর এক বর্ণনায় রয়েছে- ‘আমি শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত’।[৩৭]

১০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنِّى آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِى آخِرُ الْمَسَاجِدِ-و في رواية أخري : وَأَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِى خَاتَمُ مَسَاجِدِ الأَنْبِيَاءِ- ‘অর্থাৎ অবশ্যই আমি নবীগণের সমাপ্তি এবং আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আমি নবীগণের সমাপ্তি আর আমার মসজিদ নবীগণের শেষ মসজিদ’।[৩৮]

১১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ অর্থাৎ ‘বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উম্মাতদের শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিসিক্ত হ'তেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। বরং খলীফাগণ হবেন এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবেন’।[৩৯]

১২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ ত্রিশজন দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলে দাবী করবে।[৪০]

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ- রাসূল (ছা.) বলেন, ‘অন্য সব নবীদের চেয়ে আমাকে ছয়টি বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমাকে অত্যন্ত প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গণীমতের অর্থ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীর ভূমি বা মাটি পবিত্রতা হাসিলকারী বা মসজিদ করা করা হয়েছে। আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে। আর আমাকে দিয়ে নবীদের আগমন ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।[৪১]

১৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ ঈসা (আ.) বলবেন, আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর আগেএরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহের কথা বলবেন না। নাফসী, নাফসী, নাফসী তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। যাও মুহাম্মাদ (ছা.)-এর কাছে। তারা মুহাম্মাদ (ছা.)-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ (ছা.)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল

---

৩৬. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত-৪১/৪১-৪২।
৩৭. বুখারী হা/৩৫৩৫, ৬৪, ৬৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫।
৩৮. মুসলিম হা/১৩৯৪।
৩৯. বুখারী হা/৩৪৫৫, ১৬০৪; মুসলিম হা/১৮৪২।
৪০. বুখারী হা/ ৩৬০৯,৭১২১; মুসলিম হা/১৫৭।
৪১. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮।

Contents

গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি?[৪২]

১৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. 'সু-সংবাদ বহনকারী বিষয়াদি ব্যতীত নবুঅতের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, সু-সংবাদ বহনকারী বিষয়াদি কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন'।[৪৩]

১৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِى أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يُمْحَى بِىَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ. وَالْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ– 'আমার (প্রসিদ্ধ) অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-হাশির, আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষ আগমনকারী) আমার পরে আর কোন নবী নেই।[৪৪]

১৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِىُّ التَّوْبَةِ وَنَبِىُّ الرَّحْمَةِ– রাসূল (ছা.) আমাদের নিকট তাঁর নিজের নামগুলো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, আল-মুক্বাফফী (সর্বশেষ), আল-হাশির (একত্রকারী), তওবা ও রহমতের নবী।[৪৫]

১৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ কিয়ামতের আগে কতক মিথ্যাবাদী ব্যক্তির আগমন ঘটবে। অতত্রব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।[৪৬]

১৯. হাদীছে এসেছে, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لاِبْنِ أَبِى أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِىَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِىٌّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لاَ نَبِىَّ بَعْدَهُ– ইসমাঈল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আবু আওফা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী করীম (ছা.)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা.)-কে দেখেছেন? তিনি বললেন, তিনি তো বাল্যাবস্থায় মারা গেছেন। যদি মুহাম্মাদ (ছা.)-এর পরে অন্য কেউ নবী হওয়ার বিধান থাকত তবে তাঁর পুত্র জীবিত থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নেই।[৪৭]

২০. ৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানে বের হওয়ার সময় হযরত আলীকে তাঁর পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকরা তাকে সম্ভবতঃ ভীতু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে পথিমধ্যে সেনাদলে যোগ দেন। তখন সেনাদল দু'তিন মনযিল অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছা.) তাকে ভালবেসে কাছে ডেকে বলেন, أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؟ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকটে অনুরূপ হও যেমন হারূণ ছিলেন মূসার নিকটে? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই'।[৪৮] তিনি আরো বলেন, আমি আশা করি যে, তুমি যেন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধেই আছ। আমি তোমার মান-মর্যাদা খাটো করছিনা। দেখ, আমি তোমাকে মদীনা দেখভাল করার জন্য রেখে যাচ্ছি যেমনভাবে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্র সঙ্গে তূর পাহাড়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে হারূণ (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আর মনে রেখ, হারূণ (আ.) তাঁর অবর্তমানে নবুঅতের মহান দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু তুমি তেমনটি নও। কেননা নবুঅতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে কোন নবী নেই।[৪৯]

ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছটি রাসূল পরবর্তী কোন নবীর অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ বহন করে।[৫০] এ সমস্ত দলীল পেশ করে শায়েখ তাদের খতমে নবুঅত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ও বিকৃত আচরণের জবাব দিয়েছেন।[৫১] শুধু তাই নয় এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন আলেম-ওলামা, মুফাস্সিরদের প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকেও বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তিনি ইবনু কাছীর, জারীর ত্বাবারী, খাযেন, নাসাফী, রাযী প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুফাসসিরদের তাফসীরের থেকে বাণী চিরন্তন উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ (ছা.)-ই একমাত্র শেষ নবী, তিনি ভিন্ন কোন নবী নেই তা তিনি অকাট্যভাবে প্রমান করেছেন।[৫২] (চলবে)

---

৪২. বুখারী হা/৪৭১২; মুসলিম হা/১৯৪।
৪৩. বুখারী হা/৬৯৯০; মুসলিম হা/৪৭৯।
৪৪. বুখারী হা/৩৫৩২; মুসলিম হা/২৩৫৪।
৪৫. মুসলিম হা/২৩৫৫।
৪৬. মুসলিম হা/২৯২৩।
৪৭. বুখারী হা/৬১৯৪।
৪৮. বুখারী হা/২২৫।
৪৯. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২৯০।
৫০. *তদেব*।
৫১. *তদেব*, পৃ. ২৬৮।
৫২. *তদেব*, পৃ. ২৭২।

Contents

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

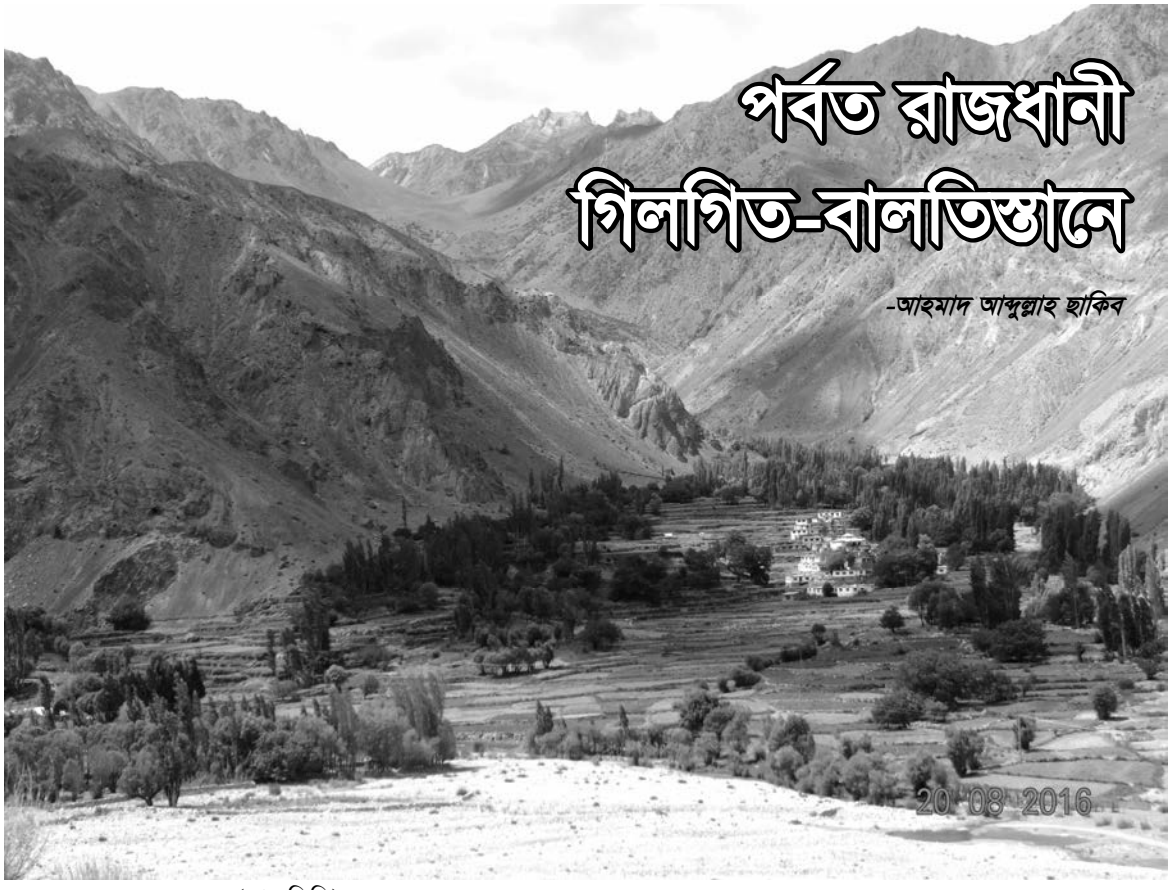

(শেষ কিস্তি)

চায়না বর্ডারে ঘন্টাখানেক অবস্থানের পর আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। মাঝে সোস্ত বাযারে মাগরিবের ছালাতের বিরতি হল। পেট্রোল পাম্পের সাথেই মসজিদ। মসজিদে কালো কাপড়ের ফ্লাগ ঝুলছে। শীআ মসজিদ। ঢুকব কিনা দ্বিধায় পড়ি। শেষতক উপায়ন্তর না দেখে সেখানেই একাকী ছালাত আদায় করলাম। পুরো গিলগিত-বালতিস্তান প্রদেশ শীআ অধ্যুষিত। ফলে এই অঞ্চলে সুন্নী মসজিদের সংখ্যা কম। ছালাতের বিরতি শেষে হুনজায় এসে পৌঁছতে রাত ৯টা বেজে যায়। বাবুর্চিদের রান্না করা চিকেন কড়াই দিয়ে রাতের খাবার সারলাম। পরে বাযারে মধু ও কাজু বাদামসহ কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে এসে ঘুমিয়ে গেলাম।

গিলগিত থেকে স্কার্ডু :

১৯শে আগস্ট'১৬ সকালে উঠে গিলগিত-বালতিস্তানের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর স্কার্ডু যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হ'ল। গতরাতের স্নোফলে হুনজা শহরের চারপার্শ্বের পাহাড়চুড়াগুলো ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। নাস্তার সাথে আয়েশ করে এক কাপ গরম চা পান করে আমরা বাসে উঠলাম। বেলা ১০টা বাজে তখন। ক'জন সাথীভাই ভোরে উঠে ঈগলস্ নেস্ট ও বালটিট ফোর্ট দেখে এসেছে। এত ঠাণ্ডায় কম্বলের মায়া ত্যাগ করতে না পারায় আমরা বাকিরা অবশ্য সে সুযোগটা হারিয়েছি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আবহাওয়া কুয়াশামুক্ত হ'তে থাকে, আর হুনজা শহরের সবুজে ভরা ফলমুলের বাগানগুলোতে রোদের স্বর্ণরেণু প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে। আমরা রাকাপোশী পর্বতশিখরের পাদদেশে কিছুক্ষণ বিরতি নেই। দৃষ্টিনন্দন শ্বেত-শুভ্র এই পর্বতচুড়াটি দূর থেকে আকণ্ঠ মুগ্ধতার আবেশ ছড়ায়। পর্বতশিখর থেকে যেখানে গ্লেসিয়ার ও ঝর্ণাধারা নেমে এসেছে সেখানে গড়ে উঠেছে বেশ জমজমাট এক বাজার। পর্যটকরা এসে এখানে সময় কাটায়। প্রকৃতির সাথে মিতালী গড়ে। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা গিলগিত শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। যোহরের সময় শহরের নিকটবর্তী এক হোটেলে যাত্রাবিরতি হ'ল। দুপুরের খাবার সেরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। জাগলোট পৌঁছে সেখান থেকে গিলগিত নদী অতিক্রম করে গাড়ী ওঠে স্কার্ডু রোডে।

জাগলোট থেকে স্কার্ডু শহর পর্যন্ত ১৬৭ কি.মি. রোডটি বিশ্বের অন্যতম খতরনাক রোড হিসাবে পরিচিত। ষাটের

দশকে এর নির্মাণকাজ শুরু করে পাক সেনাবাহিনী। আশির দশকে সাধারণ জনগণের জন্য রোডটি খুলে দেওয়া হয়। দূর্গম পাথুরে পাহাড় কেটে কেটে অনেক শ্রমিকের প্রাণের বিনিময়ে এই রাস্তা নির্মিত হয়। রাস্তায় যেতে বিভিন্ন স্থানে এমন সাইনপোস্ট দেখা যায় যাতে সেসব লোকের নাম লিখিত রয়েছে যারা এই নির্মাণকাজে প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া মাঝে মাঝেই পাহাড়ধ্বস হয়। এতে কয়েকদিন পর্যন্ত যানবাহন আটকা পড়ে থাকে। ড্রাইভার একটি উঁচু রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে বললেন রাস্তাটি একটি বিরাট পাহাড়ধ্বসের কারণে সৃষ্ট হয়েছে। আর এর নীচে চাপা পড়ে আছে ২টি ট্রাক এবং ড্রাইভারসহ কয়েকজন যাত্রী। যাদেরকে আর বের করার সুযোগ হয়নি। চলার পথে এমন অসংখ্য বাঁক রয়েছে যেখান থেকে কয়েক ইঞ্চি এদিক-সেদিক হ'লেই গাড়ি সোজা নীচে গড়িয়ে তুমুল খরস্রোতা সিন্ধু নদের গর্ভে হারিয়ে যাবে। রাস্তার অবস্থাও তথৈবচ। নিয়মিত পাহাড়ধ্বসের কারণে বড় অংশেই রাস্তায় কোন পীচ নেই। ভাঙ্গাচোরা আর ইট-পাথরে ভরা। কোন কোন স্থানে রাস্তা এত সরু যে একটির বেশী গাড়ী অতিক্রম করতে পারে না। ফলে মাত্র ১৬০ কি. মি. রাস্তা পাড়ি দিতে লেগে যায় প্রায় ৮ ঘন্টা।

গাড়ি যখন এই রাস্তায় চলা শুরু করে তখন তটস্থ না হ'লেও কেমন দমবন্ধ লাগে। দুই পাহাড়ের মাঝে বিশাল বিশাল পাথরের বাঁধা মাড়িয়ে বিপুল বিক্রমে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড খরস্রোতা সিন্ধু নদ। তার গর্জন দু'ধারে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বজ্রপাতের মত শোনায়। ধুসর পাহাড়ের কোলে মাঝে মাঝে দেখা যায় সবুজের ঢালু আস্তরণ। তাতে থরে থরে সাজানো গমের ক্ষেত আর কয়েকটি বাড়ি। ঝুলন্ত ব্রীজ দিয়ে এপার-ওপার যাতায়াতের ব্যবস্থা। বড় কঠিন এদের জীবন যাত্রা। স্বাভাবিক জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মত রাজ্যে তাদের অবস্থান। যেখানে রাত-দিন হামেশা শোনা যায় নদীর গর্জন। চোখ মেললেই নিশ্চল সুউচ্চ ধুসর পাহাড়ের সারি আর এক চিলতে নীলাকাশ। এদের জীবনে কি রয়েছে কোন বৈচিত্র্য! রয়েছে কি স্বপ্নের ঝিলিক! নাকি এখানকার বর্ণহীন পর্বতমালার মতই একঘেয়ে আর গৎবাধা! বড় জানতে ইচ্ছা করে।

গাড়ি এগিয়ে চলে। আমি সামনের সীটে বসে প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রাণভরে উপভোগ করি। কখনও পাহাড়ের মধ্যে খন্দক সৃষ্টি করে এমনভাবে পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছে যে, হিমাদ্রীসম পাহাড়কে ভয়ংকরভাবে মাথার উপর কালো ছাতার মত ঝুলতে দেখা যায়। মনে হয় এই বুঝি পাহাড় টুপ করে খসে পড়ে বাস সমেত আমাদের ভূতল সমাধি ঘটাবে। কখনও দেখা যায় মেইন রোড থেকে ঝুলন্ত সাঁকো সিন্ধু নদ পেরিয়ে ওপারের ছোট্ট গ্রামে মিলেছে। কোন কোনটা বেশ চওড়া। ছোট ছোট পিকআপ অনায়াসে অতিক্রম করছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় ফসলের ক্ষেত কিংবা তৃণের খোঁজে চরে বেড়ানো লম্বা শিংওয়ালা ছাগপাল।

রোমাঞ্চে ভরা এই সুদীর্ঘ পার্বত্য পথ অতিক্রম করে আমরা যখন স্কার্ডু শহরের নিকটবর্তী হই তখন রাত প্রায় আটটা বেজে গেছে। দূর থেকে শহরের আলো ফুটে ওঠে। সেই আলোয় নযরে আসে বিখ্যাত শাংগ্রীলা লেক। এই শান্ত সমাহিত সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত মনোহারী লেকটি কেন্দ্র করে শাংগ্রীলা রিসোর্ট গড়ে উঠেছে, যেটি এখন বিশ্বব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিদেশী অতিথিদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হ'ল এই লেক। শহরে ঢুকে কলেজ রোডে অবস্থিত নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছে গেলাম। দীর্ঘ জার্নিতে সবাই ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়া সেরেই যার যার কক্ষে ঘুমিয়ে গেলাম।

স্কার্ডু শহর :

২০ আগস্ট'১৬ সকালে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের ব্যালকনি থেকে আবিষ্কার করি ধুসর সুউচ্চ পাহাড় ঘেরা সবুজ স্কার্ডু শহর। টুকরো সোনালী মেঘে ছাওয়া নিলাকাশ। নতুন দিনের উদ্ভাসকালে বড় ভাল লাগে। নতুন এক শহরে নতুন এক সকাল। প্রতিটি দিন যদি এমন স্নিগ্ধ বিস্ময়ের হ'ত! সফেন অনুভূতির ওড়াওড়িতে জীবনের রংগুলো সুখের কোমল রেনু ছড়াতো! রঙ্গিন কল্পনার জগতে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার রুমে ফিরে আসি। সহযাত্রীরা ক্লান্ত। ওদের ঘুম শেষ হয় না। ওদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আজ এসেছেন বলে শাংগ্রীলা লেক এলাকা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সকালে সেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। সেটা বাতিল হওয়ায় নাস্তার পর মূল শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদী চত্বর এলাকা ঘুরে দেখলাম কিছুক্ষণ। কিছু ড্রাই ফ্রুটস তথা কাজু বাদাম, আখরোট প্রভৃতি কেনাকাটাও হ'ল। ছেলেরা অনেকে ট্রাডিশনাল পোষাক কিনল। পর্যটন শহর হওয়ার সবকিছুর দাম বেশী।

একবার ভেবেছিলাম গিলগিত-বালতিস্তানের একমাত্র আহলেহাদীছ মারকাযটি দেখে আসব। শহর থেকে দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কি.মি.। জামেআ ইসলামিয়া নামে পরিচিত এই মাদরাসার কারণে এ অঞ্চলে বিগত প্রায় শতাধিক বছর ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ শী'আদের বিপরীতে তাওহীদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলে এখন সুন্নীদের মধ্যে আহলেহাদীছরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে জানা গেল। শায়খ বিন বাযের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রাচীন এই মাদরাসাটি থেকে বহুসংখ্যক ছাত্র মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। পাকিস্তানের আহলেহাদীছদের মধ্যে এই মাদরাসাটির রয়েছে যথেষ্ট সুনাম। এখান থেকে ফারেগ হওয়া শিক্ষকরা পাকিস্তানের নানা প্রান্তে আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলো খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। করাচী, ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিণ্ডিতে এই মারকাযের অনেক ছাত্র ও শিক্ষকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের অনুষদেই বেশ

কয়েকজন পরিচিত শিক্ষক ও ছাত্র ছিল এই মাদরাসার। দূরত্বের কথা ভেবে সেখানে আর যাওয়া হ'ল না।

দেওসাই প্লেইন :

রুমে ফিরেই প্রস্তুতি শুরু হ'ল পরবর্তী গন্তব্যের জন্য। বেলা ১১টার দিকে ফোর হুইলার জীপ আমাদের নিয়ে রওয়ানা হয় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত সমতল (High-altitude alpine plain) দেওসাই উদ্যানের উদ্দেশ্যে। দেওসাই অর্থ দৈত্যদের ভূমি। স্কার্দু শহর থেকে প্রায় ৩০ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত এই মালভূমির গড় উচ্চতা ৪১১৪ মিটার। আয়তন তিন হাজার বর্গকিলোমিটার। এই মালভূমির একটি বড় অঞ্চল জুড়ে সরকারীভাবে উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে বিশেষ করে বাদামী ভল্লুক সংরক্ষণের জন্য। বছরের অধিকাংশ সময়ই বরফে ঢাকা থাকে এই মালভুমি। কেবল গ্রীষ্মকালের কয়েকটি মাস উপযুক্ত থাকে ভ্রমণের জন্য। পুরো মালভূমিতে

দেওসাই প্লেইন

কোন উঁচু গাছ নেই। কেবলই সমতল ভূখণ্ড। অনুচ্চ ঢেউ খেলানো নিরাভরণ পাহাড় আর অদ্ভুত সুন্দর লাল-হলুদ বর্ণের বুনো ফুলের সমারোহ চারিদিকে। পাহাড়গুলোর ঢালে সবুজ ঘাসের আস্তরণ চোখে-মুখে সজীবতার পরশ বুলিয়ে দেয়।

স্কার্দু শহর থেকে দক্ষিণের দিকে প্রায় এক ঘন্টা গেলেই দেওসাই প্লেইন শুরু। পথে কিছু দূর এগুতে চোখে পড়ে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সাদপাড়া লেক। এই লেকই স্কার্দু শহরের মূল পানির জোগানদাতা। খাঁজকাটা পাহাড়ের সারির গায়ে গায়ে এর নীল-সবুজাভ পানির নিঃশব্দ ছোয়া রীতিমত সম্মোহিত করে তোলে। ফটোসেশনের পর আমরা আবার ফোর হুইলারে চড়ি। গন্তব্যস্থানের নিকটবর্তী হ'তে রাস্তা উঁচু হ'তে থাকে। এক পর্যায়ে অনেকটা জানান না দিয়েই হঠাৎ দেওসাই প্লেইন শুরু হয়। দৃষ্টিসীমা যতদূর যায় কেবলই সমতল ভূমি। মূল ভূখণ্ড থেকে সাড়ে তের হাজার ফুট উচ্চতায় এমন সরল সমতল ভূমি স্বচক্ষে না দেখেও বিশ্বাস করার মত নয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এই অপার বৈচিত্র্য আর তুলনারহিত রূপসম্ভার অকল্পনীয় লাগে। সুবহানাল্লাহ। মাইলের পর মাইল ইষৎ চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলতে থাকে। কোথাও কোন জনবসতি, গাছ-পালা নেই। বহু দূরের দৃশ্যপটও সুস্পষ্টভাবে নজরে আসে। মনে হয় দিগন্ত প্রান্তে যেখানে গিয়ে ভূখণ্ড শেষ হয়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বোধহয় কেউ ঝুপ করে নীচে গড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর ছাদ তো আর এমনিই বলা হয় না।

মাঝপথে আমরা একজায়গায় থেমে পার্সেল করে নিয়ে আসা দুপুরের খাবার খাই। তীব্র বাতাসে স্থির থাকা দায়। উজ্জ্বল রোদের মাঝেও শরীরে সূঁচ ফোটানোর মত ঠাণ্ডা সে বাতাস। পীঠ দিয়ে আড়াল করে খাবার প্লেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখি। খাবার শেষে ফের যাত্রা শুরু হয়। পথে বাড়াপানি নামে একটি নদী পড়ে। বরফ ঠাণ্ডা স্বচ্ছ-টলটলে নদীর পানি। এই সুউচ্চ পর্বত সমতলে এসে নদীও দেখতে পাব! আর কত যে বিস্ময় অপেক্ষা করছে এ জগতে! সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। ব্রীজের পার্শ্বে নদীর উপর কয়েকটি তার পাশাপাশি ঝুলানো। আমাদের সাহসী কয়েকজন সেই তার বেয়ে নদী অতিক্রম করে বীরত্ব দেখায়। পার্শ্বেই সাইনবোর্ডে লেখা 'বাদামী ভল্লুকের আবাসস্থল'। আমরা দূর পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত গভীর নিরিখে দেখি। কোথাও কোন ভল্লুকের আভাস পেলাম না। সাধারণতঃ ফজরের সময় এবং শেষ বিকেলে নাকি দেখা যায়।

আবারও গাড়ী ছুটে চলে পৃথিবীর ছাদের বুক চিরে। সীমানাহীন তেপান্তরের মাঠ আর লাল-নীল বুনো ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মন মাঝারে জমে থাকা কত কথাই না বাষ্প হয়ে উড়তে চায়। কবিতার ছন্দে, সুরের লহরীতে কিংবা সরল গদ্যে সেসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে গিয়েও আবার ক্ষান্তি দিতে হয়। অনুমান করি এই অপার্থিব জগতের সৌন্দর্য ধারণ করার মত প্রকাশভঙ্গি আমার আয়ত্বে নেই। স্বয়ং কবিরাও যে রাজ্যে নিরব, সে রাজ্যে আম আদমী হিসাবে কেবল নিঃশব্দ রুহানী উপভোগ করে যাওয়াই বেহতর। অতি উৎসাহীরা অবশ্য কেউ ইক্ববালের পংক্তি আওড়ায়.. সারা জাহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা...। কেউবা ধরে পাক সার যমীন সাদ বাদ...।

প্রায় ২ঘন্টা যাত্রার পর আমরা শান্ত সুনীল পানির শোসার লেকে এসে উপনীত হই। চার হাজার মিটার উচ্চতায় এই বিশাল লেক প্রকৃতির আরেক অপরূপ বিস্ময়। অনুচ্চ পাহাড় ঘেরা এই গভীর নীলাভ লেকের চারিপার্শ্বে লাল-সাদার

শোসার লেক

মিশ্রণে কাশফুলের মত ছেয়ে যাওয়া ফুলের সমাহার কেবলই রোমান্সের হাতছানি জাগায়। মেরি যিন্দেগী মে বাস এক কিতাব হ্যাঁয়, এক চেরাগ হ্যাঁয়, এক খাওয়াব হ্যাঁয়.. আওর তুম হো এ কিতাব ওয়া খাওয়াব কি দারমিয়ান জো মানযিলি হ্যাঁয়...।

আমরা আবার এগিয়ে চলি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে যেভাবে হঠাৎ প্রবেশ করেছিলাম ঠিক সেভাবে হঠাৎই বেরিয়ে এলাম দেওসাই প্লেইন থেকে। চিলাম নামে ছোট্ট একটি লোকালয়ে এসে জীপ এসে থামে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িগুলোকে সকালেই স্কার্ডু থেকে এ্যাস্টোর ভ্যালি হয়ে দীর্ঘ চিলামের দিকে আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ীগুলো সময়মত আসতে পারল না। আমরা ভুখা অবস্থায় প্রায় রাত ৯টা পর্যন্ত লোকালয়ের এক ছোট্ট সেমি-সরাইখানায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠাণ্ডার প্রকোপে আর দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে অনেকে বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। যদিও এর মাঝে কেউ শায়েরীর আসর বসালো। আমার সাথে ৮/১০ জন জুটলো যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, আবহাওয়া, মানুষ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। কম্বল মুড়ি দিয়ে চা পান করতে করতে তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি। সময়টা খুব খারাপ কাটলো না।

গাড়ী এসে পৌঁছানোর পর আমরা এ্যাস্টোর ভ্যালির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাত প্রায় ১টার দিকে ভ্যালিতে পৌঁছলাম। সে রাতে এক হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ২১শে আগস্ট সকালে রওয়ানা হলাম চিলাসের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে সারাদিন পথ চলার পর বাবুসার পাস অতিক্রম করে পৌঁছলাম নারান ভ্যালিতে। রাত তখন ৯টা। সন্ধ্যার পর পথে বৃষ্টির কারণে বেশ কয়েকবার ল্যান্ডস্লাইডের সম্মুখীন হলাম। আমাদের গাড়ির সামান্য আগে রাস্তার ওপর পাহাড় থেকে একবার বড় পাথরের স্তুপ এসে গড়িয়ে পড়ল। দারুন ভয় পেয়ে গেলাম। শেষতক আলহামুদুলিল্লাহ নিরাপদেই পৌঁলাম নারানে। হোটেলে এসে রাতের খাবার খেয়েই সবাই বিশ্রামে চলে গেল।

ক্লান্ত মুসাফিরের ঘরে ফেরা :

পরদিন ২২শে আগস্ট সকালে উঠে রূপকথার সেই 'সয়ফুল মুলক' ঝিল পরিদর্শনে গেলাম। ২০১৪ সালের ২২শে জুন একবার এসেছিলাম এই ঝিল পরিদর্শনে। সেবার অনেক ঠাণ্ডা এবং বরফাবৃত ছিল এই লেক। পরিবেশটাও ছিল অসাধারণ। প্রথম আলো পত্রিকায় সেই সফর নিয়ে একটা লেখাও পাঠিয়েছিলাম, যা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এবার আগস্ট মাস হওয়ায় বরফের আধিপত্য কিছুটা কম। আবহাওয়াও বেশ ম্যাড়মেড়ে। তবুও সবুজাভ পানি যথারীতি স্বপ্নাতুর করে তোলে। রূপকথার রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় এক নিমিষে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা এবার ফিরতি গন্তব্যের পথে রওয়ানা হই। নারান-কাগান ভ্যালির উন্মত্ত পাহাড়ী সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বালাকোটে এসে মাগরিবের ছালাত আদায় করি। তারপর সেখান থেকে ইসলামাবাদ ফিরতে রাত ১২টা বেজে যায়। এভাবেই শেষ হয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম সফরটি। সন্দেহ নেই যিন্দেগী যতদিন রবে, গিলগিত-বালতিস্তানের খাঁজে খাঁজে অবলোকন করা মহান স্রষ্টার সৃষ্টির অপরূপ ঐ রূপসম্ভার সহসাই কখনো কখনো অমীয় সুধা হয়ে পরিতৃপ্তি যুগিয়ে যাবে। হয়ত নাতি-নাতনিদের সাথে গল্প বলার ক্ষণে কোন আশীতিপর বৃদ্ধের স্বপ্নঝিলিক হয়ে আলো ছড়াবে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

Contents

মাশহুর বিন হাসান বিন মাহমূদ আলে সালমান

-মুখতারুল ইসলাম

জন্ম, বংশ ও জ্ঞানার্জন :

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান এবং শায়খ আলবানীর অন্যতম ছাত্র মাশহুর বিন হাসান বিন মাহমূদ আলে সালমান। তাঁর উপনাম হলো আবূ উবাইদা। বর্তমান যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিশেষ করে মূল্যবান তাহক্বীকসমূহ এবং দুর্লভ রচনাবলীতে সরব পদচারণায় তিনি সর্বশীর্ষে। তিনি ১৩৮০ হিজরীতে ফিলিস্তীনের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ সালে তাঁরা সপরিবারে ফিলিস্তিন থেকে জর্ডানে হিজরত করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর পরিবার জর্ডানের রাজধানী আম্মানে বিচিত্র হিজরতী জীবনযাপন করতে থাকেন এবং সেখানেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা দিয়েই তার নতুন জীবন শুরু হয়। তিনি ১৪০০ হিজরীতে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশ শারীআহ-তে ফিকহ ও উছুলে ফিকহ বিভাগে ভর্তি হন এবং শারঈ জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি ইমাম নববীর 'আল-মাজমু', ইবনু কুদামার 'আল-মুগনী', আবুল ফিদা ইবনু কাছীরের 'তাফসীরে ইবনু কাছীর', ইমাম কুরতুবীর 'তাফসীরে কুরতুবী', হাফেয ইবনু হাযার আসক্বালানীর ছহীহ বুখারীর শারহ 'ফাৎহুল বারী', ইমাম নববীর 'শারহে মুসলিম'সহ অসংখ্য বইয়ের বৃহদাংশ পড়ে ফেলেন। এছাড়া তিনি জগদ্বিখ্যাত মুহাক্কিক, আলেম-ওলামা জ্ঞানীগুণীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে সমর্থ হন। খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এবং তাঁর কৃতি ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযীয়াহ্র দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ।

শিক্ষকমণ্ডলী : তিনি যে সকল শিক্ষকমণ্ডলী থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন- আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ মুছত্বফা যারক্বা প্রমুখ।

দাওয়াতী কর্মকাণ্ড : দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে তাঁর সম্পাদনায় 'আল-আছালাহ' নামে জর্ডান থেকে একটি পত্রিকা বের হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি 'মারকাযুল ইমাম আলবানী লিদ-দিরাসাতিল মানহাজিয়াহ ওয়াল আবহাছিল ইলমিয়্যাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে-বিদেশে বহু দাওয়াতী ও ইলমী সেমিনারেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং আয়োজক হিসাবে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমকালীন আলেমদের অভিমত :

১. **শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) :** শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁর ব্যাপারে একাধিক মজলিসে একাধিক স্থানে ভুঁয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমনভাবে তিনি 'সিলসিলাতুছ ছহীহাহ'-এর ১ম খণ্ডের ৯০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আমি আমার এই বইয়ে সম্মানিত ভাই মাশহুর হাসান তাহক্বীককৃত 'আল-খিলাফিয়্যাত' বইয়ের তা'লীক থেকে পুরোদস্তুর ফায়দা নিয়েছি।

২. **শায়খ বকর আবূ যায়েদ :** হাসান মাশহুর তাহক্বীককৃত ইমাম শাত্বেবীর 'আল-মুওয়াফাক্বাত' গ্রন্থ সম্পর্কে শায়খ বকর আবূ যায়েদ বলেন, কতবারই না আমি এই বইটির মুদ্রিত কপি ও তাহক্বীক দেখেছি। অবশেষে মহান আল্লাহ আমার ভাই মুহাক্কিক আল্লামা শায়খ মাশহুর বিন হাসান আলে-সালমানের হাতে এই কাজটি সহজভাবে করিয়ে নিয়েছেন।

৩. **শায়খ মুকবিল ইবন হাদী ওয়াদেঈ (রহঃ)** : শায়খের লিখিত কিতাব 'তুহফাতুল মুজীব আলা আসইলাতিল হাযের ওয়াল গারীব' গ্রন্থে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কোন কোন আলেমের বই পড়াশোনা এবং বক্তব্য শোনার পরামর্শ দিবেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, আমি এ বিষয়ে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী এবং তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রগণ যেমন আলী ইবন হাসান ইবন আব্দুল হামীদ, সালিম হেলালী, মাশহুর ইবন হাসানের কথা বলব।

৪. **আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ :** তিনি তাঁর লিখিত কিতাব 'আন-নাফে' আল-মাতে' গ্রন্থে তাঁর ব্যাপারে ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইলমী ফায়েদা গ্রহণের জন্য ছাত্রদেরকে উপদেশ দেন।

শিক্ষকতা :

প্রতি বৃহস্পতিবারে বাদ মাগরিব আম্মানের 'মসজিদ ইবরাহীম আল-হাজ্জ হাসান'-এ তিনি শারহ ছহীহ মুসলিম-এর উপর তথ্যবহুল দারস প্রদান করেন এবং শুক্রবারে বাদ ফজর মাসজিদুর রহমাহসহ বিভিন্ন মসজিদে মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত আলোচনা করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সরাসরি তার বক্তব্য শুনতে ও তার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে http://meshhoor.com ভিজিট করুন।

Contents

জার্মান নাগরিক এলকা স্মিথের ইসলামগ্রহণ

জীবনের সঠিক দর্শনের সন্ধান করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মানুষরা দেখছেন যে, কেবল ইসলামই তা দান করছে এবং তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলো মেটাচ্ছে। জার্মান নাগরিক মিসেস এলকা স্মিথ হচ্ছেন এ ধরনের সৌভাগ্যবতীদেরই একজন। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম আমাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। আমি এখন জানি যে আমার জীবনের লক্ষ্য কী এবং কেন আমি বেঁচে রয়েছি'।

মুসলমান হওয়ার পর নিজের জন্য ফাতিমা নামটি বেছে নিয়েছেন মিসেস এলকা স্মিথ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার বাবা ছিলেন একজন শিক্ষক ও মা ছিলেন একটি অফিসের কর্মকর্তা। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারটি ধার্মিক পরিবার ছিল বলে দাবী করা যায় না। মায়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যে গির্জায় যেতাম। অবশ্য যেসব উপদেশ দেয়া হত তার কিছুই বুঝতাম না।

হাইস্কুলের ধর্মীয় ক্লাসগুলোতেও অংশ নিতাম বিশেষ কোনো আগ্রহ ছাড়াই। এক বছর ধরে কেবল বাইবেলের কিছু বাক্য দেখে দেখে লেখার এবং মুখস্থ করার ক্লাসে যেতাম। এই ক্লাসগুলোতে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে ভাবতাম। সে সময় আমার বিশ্বাস ছিল খুবই নড়বড়ে। জীবনকে কিভাবে এলাহী বিধানের সঙ্গে মানানসই করা যায় সে বিষয়ে আমরা তরুণ-তরুণীরা সে সময় কোনো পরামর্শ বা ব্যাখ্যা পেতাম না।

অন্য সব সমবয়সীদের মত আমিও আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে উৎসুক ছিলাম এবং যে কোনো বিষয়ে মাথায় জাগতো অনেক প্রশ্ন। ১৬ বছর বয়সে ঘটনাক্রমে কয়েকজন পাকিস্তানীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যখন আমি তাদের মুখেই প্রথমবার শুনলাম যে তারা মুসলমান, ভয় আর আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমাকে। কারণ এ ধর্ম সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক কথাই শুনেছি।

নওমুসলিম মিসেস এলকা স্মিথ আরো বলছেন, অবশ্য ওই পাকিস্তানীদের সঙ্গে আরো পরিচিত হওয়ার পর ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সক্ষম হই। যেমন মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুসা (আ.)-সহ সব ঐশী নবী-রাসূলকে সত্যিকারের নবী-রাসূল বলে মনে করেন। আর এইসব তথ্য জানার ফলে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ও পত্র-পত্রিকার তথ্য এবং খবর সম্পর্কে ক্রমেই সন্দিহান হচ্ছিলাম।

মিসেস এলকা স্মিথ যখন বুঝলেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের

Contents

সম্পর্কে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোর তথ্য বিদ্বেষপূর্ণ বা একপেশে তখন তিনি ইসলামের বাস্তবতাগুলো এবং বিশেষ করে হিজাব সম্পর্কে জোরালো গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমার বিভ্রান্ত আত্মা মুক্তির পথ খুঁজছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে নিজেই ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম'।

এরই মধ্যে একটি পত্রিকায় হিজাব সম্পর্কে একজন মুসলিম চিন্তাবিদের বক্তব্য ও মতামত জানতে পারলাম। এটা জানতে পারলাম যে, কেন মুসলিম মহিলারা তাদের সৌন্দর্যকে পর্দাবৃত করেন বা ঢেকে রাখেন। খুব ভালোভাবেই এটা বুঝতে পারলাম যে এ বিষয়টি নারীর মূল্য তো কমায় না বরং তার মর্যাদাকে আরো উন্নত করে।

মিসেস এলকা স্মিথ আরো বলেছেন, 'আমার কাছে এটা ছিল খুব চমৎকার বিষয় যে, ইসলাম জীবনের সব দিক সম্পর্কে লক্ষ্য রেখেছে। ইসলাম শরীর ও আত্মার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়নি বরং এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে তারপরও অনেক কিছুই আমার কাছে ছিল অস্পষ্ট।

একদিন জার্মানির একটি ম্যাগাজিনের দপ্তরে গেলাম। ম্যাগাজিনটি ছিল নারী বিষয়ক। মুসলিম নারী ও কন্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে খুবই আগ্রহী-এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম ওই পত্রিকায়। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর চার জন মুসলিম নারী আমার কাছে চিঠি লেখেন। এভাবে মহান আল্লাহ আমার জন্য সত্যকে জানার পথ খুলে দেন। ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের পর বুঝতে পারলাম যে, কেবল এই ধর্মের মধ্যেই রয়েছে গোটা মানব জাতির জন্য সুপথ।

নওমুসলিম মিসেস স্মিথ ফাতিমা মহান আল্লাহ ও ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, 'ইসলামী শিক্ষাগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ আমাকে আকৃষ্ট করেছে গভীরভাবে। সত্যিই এই বিশাল সৃষ্টিজগত ও তার নযীরবিহীন সৌন্দর্যগুলো একজন স্রষ্টা বা মহান আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তার কোনো শরীক নেই। ইসলামের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হল, এ ধর্মে নারীর মর্যাদা।

নারী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্য বলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে নারী তখনই সম্মান অর্জন করেন যখন তারা সব ক্ষেত্রেই সমান মাত্রায় পুরুষের অনুগামী হন। কিন্তু ইসলাম নারী ও পুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে তুলনা করাকে এবং নারী পুরুষের প্রতিরূপ হওয়ার ধারণাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। কারণ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে পুরুষের স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ডের আলোকে তুলনা করার মাধ্যমে নারীর অবমাননা করা হয়। ইসলামে নারী এমন এক মূল্যবান সত্ত্বা যে, হিজাবের মাধ্যমে তাকে রক্ষা করা যরূরী।

ইসলামের বেশ কিছু বিধান ও শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর মিসেস স্মিথ নিজের বাড়ীর কাছে অবস্থিত একজন মুসলমানের বাসায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান হন। তিনি বলেছেন, 'যখন শুনলাম যে মুসলমান হওয়ার ফলে আমার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে গেছে তখন এক বিচিত্রময় প্রশান্তি অনুভব করলাম। মনে হল যেন আমি নতুন করে জন্ম নিয়েছি'।

আমার বাবা-মা যখন শুনলেন যে আমি মুসলমান হয়ে গেছি তখন তারা প্রতিক্রিয়া দেখালেন। তারা আমাকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানালেন। কিন্তু আমি খুব দৃঢ়চিত্তে জানিয়ে দিলাম যে, কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ত্যাগ করব না। এই ঘটনার কিছু দিন পর মিউনিখে জার্মান ভাষাভাষী মুসলমানদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটির আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

এই সেমিনারে আমার সমস্ত চিন্তাভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। কারণ, ততদিন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কেবল নেতিবাচক ধারণাই জন্মেছিল আমার মধ্যে। ওই সেমিনারে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। একজন বোন ও তার স্বামী আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হন।

ফাতিমা স্মিথ এখন একজন সচেতন মুসলমান। তিনি এখন জানেন জীবনের লক্ষ্য কী এবং তাকে কতটা পথ পাড়ি দিতে হবে। নানা সমস্যা সত্ত্বেও দৃঢ় প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব বলে স্মিথ মনে করেন। তিনি কোনোক্রমেই আগের জীবনে ফিরে যেতে রাযী নন। কারণ, তিনি এটা বুঝেছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শই মানুষকে ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য এনে দিতে পারে না।

জ্ঞানার্জনের কিছু নীতিমালা

-ফাহিমুল ইসলাম

পৃথিবীতে তারাই সবচাইতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি, যারা দ্বীনী ইলম অর্জন করে তা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয় এবং নিজে সে অনুযায়ী আমল করে। ফেরেশতারা তাদের পায়ের নীচে ডানা বিছিয়ে দেয়, আল্লাহ্র সৃষ্টি জীব সমূহ তাদের কল্যাণের দু'আ করতে থাকে। আল্লাহ যাদের পর্যাপ্ত কল্যাণ দান করেন, কেবলমাত্র তাদেরকেই এ জ্ঞানার্জনের তাওফীক প্রদান করে থাকেন। তবে দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণে কিছু বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বাহাদুরি, ঝগড়া ও বড়ত্ব প্রকাশ :

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য বাহাদুরি, ঝগড়া অথবা বড়ত্ব প্রকাশ হওয়া যাবে না। 'জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ 'তোমরা আলেমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপরে বড়ত্ব প্রকাশের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করোনা। যে ব্যাক্তি এরুপ করবে ,তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন'।[১]

অপর হাদীছে এসেছে, 'ইবনু উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِى النَّارِ 'যে ব্যাক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের উপরে বাহাদুরী প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে সে জাহান্নামী'।[২]

অপর হাদীছে পাওয়া যায়, 'কা'ব বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ 'যে লোক আলিমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করার অথবা মূর্খদের সাথে বাক-বিতন্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম (জ্ঞান) অধ্যয়ন করেছে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৩]

প্রিয় পাঠক! হাদীছগুলো থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, গ্রাম্য মূর্খ লোকেরা ইসলামের অনেক বিধান নিয়ে তর্ক করে থাকে, তাদেরকে তর্কে হারানোর জন্য বা তাদের সাথে তর্ক করার জন্য জ্ঞানার্জন করা যাবে না। দেশের আলেমদের মাঝে আমাকেই যেন বড় আলেম বলা হয় এজন্য বা এই উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞানার্জন করা যাবে না। এমন কি সাধারণ মানুষেরা অন্য আলেমদের তুলনায় আমাকেই সবচাইতে বেশী পসন্দ করবে এবং বেশী বেশী তাদের মাঝে বা খেদমতে ডাকবে, বড় মাওলানা বলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আমাকেই সম্মান করবে এমন সব উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞানার্জন করা নিষিদ্ধ। আর এমন দুষ্ট উদ্দেশ্যের কারণে উক্ত জ্ঞানী হবে জাহান্নামী।

পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি :

অনেকেই জ্ঞানার্জন করে থাকে দুনিয়া লাভের আশায়। দুনিয়ার ক্ষমতা, অর্থ সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি পাওয়ার জন্য। মূলত জ্ঞানার্জন করতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। অথচ অধিকাংশ জ্ঞান অন্বেষণকারী এ ব্যাপারে গাফেল। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই যেন দুনিয়ার চাকরী, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি হাছিল করাই যেন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হইবে না। তাদের জন্য আখিরাতে দোযখ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহা যা করে আখিরাতে তারা নিস্ফল হবে এবং তারা যা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক' *(হূদ-১৫/১৬)*।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখেছেন কি? অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা কি বলতে চেয়েছেন? অতএব আমাদের জ্ঞানার্জন করাটা আল্লাহ্র জন্য হতে হবে, দুনিয়া লাভের জন্য হওয়া একেবারেই ঠিক হবে না।

---

১. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০২।

২. ইবনু মাজাহ হা/২৫৩; তিরমিযী হা/২৬৫৪।

৩. তিরমিযী হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/২২৩-২৫।

আপনি এবার বলতে পারেন যে, শুধু আল্লাহকে খুশী করার জন্য এবং পরকালের জন্য জ্ঞানার্জন করবো তো দুনিয়া কিভাবে অতিবাহিত করবো? দুনিয়ায় চলতে গেলে তো সম্পদ, সম্মান সব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। এ কথার জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করলে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহই তখন খুশী হয়ে তাকে দুনিয়াবী অনেক কিছু দিয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, 'আব্দুলাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِى أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِى أَىِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ 'আলেমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলেমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্ত তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পাথিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট, অপর দিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যে উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক তাতে আল্লাহ্র কিছুই আসে যায় না'।[৪]

অপর হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيحَهَ 'যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তাহলে সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না'।[৫]

একদা লোকজন যখন আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন সিরিয়া অধিবাসী নাতিল (রহঃ) বলেন, হে শায়খ! আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীছ আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যার বিচার করা হবে সে হচ্ছে- এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি শহীদ। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তার নি'আমতরাজীর কথা তাকে বলবে সে তার সবটাই চিনতে পারবে (যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এর বিনিময়ে কি আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, বরং তুমি এজন্যই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর, তা

৪. ইবনু মাজাহ হা/২৫৭।

৫. আবু দাউদ হা/৩৬৬৪; আহমাদ হা/৮২৫২; ইবনু মাজাহ হা/২৫২।

বলা হয়েছে। অতঃপর, নির্দেশ মোতাবেক তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞানার্জন ও তা বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তাকে হাযির করে আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নে'মত সমূহের কথা বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও দিবে) তখন আল্লাহ বলবেন এত বড় নে'মতের বিনিময়ে তুমি কি করেছো? সে বলবে আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি ও কুরআন অধ্যয়ন করেছি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো তুমি তো জ্ঞানার্জন করেছিলে এজন্য যে লোক তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন অধ্যয়ন করেছিলে এজন্য যে যাতে লোকে বলে তুমি একজন ক্বারী, তা তো বলা হয়েছে অতঃপর নির্দেশ মোতাবেক তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ স্বচ্ছলতা এবং সার্বিক বিত্ত-বৈভব দান করেছেন, তাকে প্রদত্ত নে'মতরাজির কথা বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তিও দিবে) তখন আল্লাহ বলবেন, এসব নে'মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছো? সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পসন্দ কর আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এজন্য তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে, আর তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ মোতাবেক তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৬]

প্রিয় পাঠক! হাদীছগুলো হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দুনিয়া লাভের আশায় বা দুনিয়ার কোন কিছু পাওয়ার আশায় জ্ঞানার্জন করলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র জন্য জ্ঞানার্জন করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাকে উভয়কালে সফলতা প্রদান করা হবে। তাই সবাইকে জ্ঞানার্জন করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য।

ইল্‌ম বা জ্ঞান গোপন করা :

বর্তমান সময়ের আলেম সমাজে সবচাইতে বড় সমস্যা ইল্‌ম বা জ্ঞান গোপন করা অর্থাৎ জানা বিষয় অন্যের কাছে গোপন রাখা। তবে আলেম সমাজের অনেকেই বিভিন্ন কারণে জ্ঞান গোপন করে যাচ্ছে কারো চাপে, ভয়ে, ফেৎনা অথবা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে আবার কেউ নিজ নেতৃত্ব রক্ষার্থে বা মাযহাব ও দলের স্বার্থে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 'আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের পেটে আগুন ব্যতীত আর কিছুই ভরেনা। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য আছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তারাই সৎপথে বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল' *(বাক্বারাহ ২/৭৪-৭৫)*।

মহানবী মুহাম্মাদ (ছঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে এসম্পর্কে সাবধান করে গিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ 'যে লোক এমন ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে'।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلاَّ أُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ 'কোন ব্যক্তি (দ্বীনের) জ্ঞানের কথা শিক্ষা করার পর তা গোপন করে রাখলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে'।[৮]

প্রিয় পাঠক! উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় সে জ্ঞান গোপন করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে আলেম (জ্ঞানী) সমাজ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে, সঠিক উত্তর প্রদান না করে মনগড়া কিছু কথার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করে। মনগড়া কথার মাধ্যমে জবাব দিতে গিয়ে অগণিত আয়াত ও হাদীছকে গোপন করে যাচ্ছে। কেননা উক্ত আলেমরা স্পষ্ট আয়াত ও হাদীছকে গোপন না করলে ঝোলার বিড়াল বের হয়ে পড়বে এবং নিজের মান ঠিক থাকবে না। কিন্ত শত সমস্যা থাকলেও জ্ঞান গোপন করার মত জঘন্য কাজ হতে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী।

মনগড়া ফৎওয়া প্রদান করা :

মুসলিম সমাজের কল্যানার্থে ফৎওয়া প্রদান করতে হবে। কিন্ত সকলেই ফৎওয়া প্রদান করতে পারবে না। কেবলমাত্র

৬. *মুসলিম হ/ ৫০৩২; সিলসিলাতুস ছহীহাহ/ ৩৫১৮।*

৭. *তিরমিযী হা/২৬৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৬৪; মিশকাত হা/২২৩৪।*

৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৬১।*

জ্ঞানী ও যোগ্য আলেমরাই এ কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ফৎওয়া প্রদানে নিজ মতামতকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমাধান দিতে হবে। বর্তমানে কিছু আলেম ফৎওয়া প্রদান করে যাচ্ছেন মনগড়া ভাবে নিজ দল, মত, সম্মান ইত্যাদি রক্ষার্থে, যা একেবারেই ঠিক নয়। জ্ঞানার্জনকারীরা যেহেতু আগামী দিনের আলেম সমাজ, তাই তাঁদেরকে উক্ত বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর (জেনে নাও) স্পষ্ট ভাবে দলীল- প্রমাণসহ' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*।

সালাফে ছালেহীন ও তাবেঈদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যায় তাঁরা কোন বিষয় না জানলে সরাসরি বলে দিতেন আমি জানি না। রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে ভবিষৎদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন।

হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءِ بِقَبْضِ الْعِلْمَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا 'শেষ যামানায়) আল্লাহ মানুষের নিকট হতে একটানে ইলম (জ্ঞান) উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম (জ্ঞান) উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন কোন আলেমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষেরা অজ্ঞ জাহেলদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে অতপর, তাদের নিকটে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, আর তারা (নেতারা) ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। [৯]

যে জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ :

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপকারী জ্ঞানার্জনের বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার। যে জ্ঞান দ্বারা উভয়কালে উপকার এবং মুক্তি লাভ করা যাবে ঠিক সেই জ্ঞানটাই অর্জন করতে হবে। আর উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান লাভের জন্য মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা মহানবী (ছাঃ) নিজেও উপকারী জ্ঞানের জন্য প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা বা দো'আ করেছেন।

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمَنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ 'নবী (ছাঃ)-এর একটি দো'আ এই যে, হে আল্লাহ! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না এমন দো'আ থেকে যা শোনা হয় না। সেই অন্তর থেকে যা ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না'। [১০]

অন্য হাদীছে এসেছে, 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, اللَّهُمَّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعُنِى وَزِدْنِى عِلْمًا 'হে আল্লাহ! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আমাকে এমন জ্ঞান দান কর যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও'। [১১] হাদীছে আরো এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদাহ তিনি তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِى يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ 'মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়- তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণ কর সৎকর্ম পরায়ন সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে, ছাদকায়ে জারিয়া যার ছওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়।[১২]

হাদীছে এসেছে, 'উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً 'নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এমন আমল যা কবুল হওয়ার যোগ্য, তা প্রার্থনা করি। [১৩]

পরিশেষে বলব, জ্ঞান অমূল্য সম্পদ যা ইহকালে ও পরকালে উভয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে অথবা বরবাদ করে দিতে পারে। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই যেন আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৯. *তিরমিযী হা/ ২৬৫২ ; ইবনু মাজাহ হা/ ৫২; বুখারী হা/ ১০০, ৭৩০৭; মুসলিম হা/ ২৬৭৩।*

১০. *ইবনু মাজাহ হা/ ২৫০; নাসাঈ হা/ ৫৫৩৬, ৩৭; আবু দাউদ হা/ ১৫৪৮।*

১১. *ইবনু মাজাহ হা/২৫১; তিরমিযী হা/ ৩৫৯৯; মিশকাত হা/৩৪৯৪।*

১২. *ইবন মাজাহ হা/২৪১।*

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪১।*

Contents

সংগঠন সংবাদ

তাবলীগী সভা

নামোশংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর উপযেলাধীন নামোশংকরবাটি বড়িপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপযেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওবায়দুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ. ১৪ই মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুলাহ আল-মামূন । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা, ১৫ই মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন বাষট্টি আড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুলাহ আল-মামূন । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান।

পাবনা, ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন কুলুনিয়া পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

টাঙ্গাইল, ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের উপকণ্ঠে ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুলাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুলাহ আল-মামূন।

ছোট বেলাইল, বগুড়া, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর, ১৯শে মে রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলবাড়ী থানাধীন নিমতলা রাবিয়া কমিউনিটি সেন্টারে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

বিরল, দিনাজপুর, ২০শে মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরল বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

Contents

সিলেট, ২১শে মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম।

শোলক, উযীরপুর, বরিশাল, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক বাযার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

কুলাউড়া, মৌলভী বাজার, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরাপাড়া মসজিদ আত-তাক্বওয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাজার যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম।

বরগুনা, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বেলা ৩-টায় যেলা শহরের কোরক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক ডাঃ এ এইচ যাকির খান, যুগ্ম-আহ্বায়ক যাকির মোল্লা ও অত্র মসজিদের ইমাম ছগীরুল আলম প্রমুখ।

সোহাগদল, পিরোজপুর, ২৬শে মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী, ১৪ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ শিক্ষক ও ওলামা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ময়েজ উদ্দীন, প্রচার সম্পাদক বেলালুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মতীউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীন।

ছোটবেলাইল, বগুড়া, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে সদর থানাধীন ছোটবেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন হাফেয মাওলানা ওমর ফারূক, মুহতামীম মাদ্রাসাতুল হাদীছ, সাবগ্রাম, বগুড়া এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবূবকর, প্রভাষক, দূর্গাহাটা ডিগ্রী কলেজ, গাবতলী, বগুড়া, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন গামা ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক।

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ১৯ই মে ১৩ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলবাড়ী থানাধীন নিমতলার রাবিয়া কমিউনিটি সেন্টারে প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে দুই অধিবেশনে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক

Contents

মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ ও ফুলবাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল হালীম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শো'আইব। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত প্রশিক্ষণে স্বেচ্ছায় রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর পরিচিতি, ব্লাড গ্রুপিং ও ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন যথাক্রমে আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব ও পশ্চিমের বিপুল সংখ্যক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুব-বিষয়ক সম্পাদক শহীদুল আলম।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২০ই মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ঝাড়ুয়ার ডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন তুহীনের সভাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন সাব্বির আহমাদ। পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুব-বিষয়ক সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম।

কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৩শে মে বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক পরিচালিত আব্বাস বাযারস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন রাইব্রেরী'র সৌজন্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াসীন আলী।

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ, ২০শে জুন বৃহঃবার : অদ্য বেলা ৯টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাঞ্চনস্থ যেলা কার্যালয় এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য হুমায়ন কবীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ছফীউল্লাহ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. নাঈমুর রহমান প্রমুখ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ২০শে জুন বৃহঃবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি আমীনুদ্দীন প্রমুখ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জিরানী, সাভার, ঢাকা, ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক আলামীন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের দায়িত্বশীলবৃন্দ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সাভার উপযেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

মাদারটেক, ঢাকা, ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মারূফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাবেক ঢাকা যেলা যুবসংঘ সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

Contents

মহিষখোচা, আদিতমারী, লামলমণিরহাট ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টা থেকে মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লামলমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মোস্তফা। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা মুন্তাযির রহমান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম প্রমুখ। উক্ত যুবসমাবেশে উপস্থিত দায়িত্বশীলদের মধ্যে সংগঠন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ-এর অর্থ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ, ২৭শে জুন বৃহঃবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ফয়ছাল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব আলী, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য হারুনুর রশীদ প্রমুখ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা এবং মাগুরা যেলা থেকে কর্মীরা উপস্থিত হন।

ষষ্ঠীতলা, যশোর, ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের ষষ্ঠীতলাস্থ আল্লাহ্‌র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি বজলুর রহমান, সহ-সভাপতি আবুল খায়ের প্রমুখ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত হন।

বৃ-গরিলা, গুরুদাসপুর, নাটোর ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০:৩০ থেকে ২:৩০ পর্যন্ত থেকে মহারাজপুর (বৃ-গরিলা) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ জুনায়েদ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ কেরামত আলী (পাবনা)। উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। মহারাজপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্ব মুকাদ্দাস আলী সরদার, 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আতীউর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাসেল রানা, দফতর সম্পাদক মুনীরুয্যামান প্রমুখ। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় ছিলেন, বৃ-গরিলা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইয়াকুব আলী ও যেলা 'আল-আওন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন। উক্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, সহ-সুপার, মহারাজপুর দাখিল মাদ্রাসা। উল্লেখ্য যে, যুবসমাবেশ উপলক্ষে সমাগত কেন্দ্রীয় মেহমানবৃন্দ, অতিথি ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী ৭টি জুম'আর মসজিদে খুৎবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ৪ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুজা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি ওয়াসিম। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কালাই, জয়পুরহাট, ১ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালাই পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন । অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সভাপতি মাহজুযুর রহমান। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

Contents

দিনাজপুর পশ্চিম, ২১ জুলাই, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পশ্চিমু সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দিনাজপুর প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোল'-এর সভাপতি আকবর আলীর- সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনে'র দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও সোণামনির কেন্দ্রীয় সহপরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিন। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কালাই, জয়পুরহাট, ২৫শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শিকটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের খতীব মাওলানা বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতন সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুঈন। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

বাখরা, কালাই, জয়পুরহাট, ২৪শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাখরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতন সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কাশরা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ২১শে রামাযান সোমাবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাশরা ফকিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রেযওয়ানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

থুপসার, কালাই, জয়পুরহাট, ১১ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে থুপসারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কালাই, জয়পুরহাট, ৬ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কিশামাত, কেওয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ২৫ ই মে : অদ্য বাদ আছর যেলার কিশামাত, কেওয়াবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কুরআন তেলওয়াত করেন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহীল কাফী ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ৫ই মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৪৯০তম সিন্ডিকেট সভায় তাঁর এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম ছিল 'ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা : একটি পর্যালোচনা'। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন এবং পরীক্ষক ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্নী থিওলজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আফায উদ্দীন। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্নঃ মূসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনয়নকারিনী আছিয়াকে কে জগৎশ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার মধ্যে শামিল করেছেন?
উত্তর : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।
২. প্রশ্ন : জগৎ শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলা কে কে?
উত্তরঃ আছিয়া, মারিয়াম, খাদিজা, ফাতেমা।
৩. প্রশ্নঃ বনু ইস্রাঈলদের ধর্মীয় বিধান কি ছিল?
উত্তর : সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা করা।
৪. প্রশ্ন : বিগত সকল নবীর ক্বিবলা কি ছিল?
উত্তর : কা'বা গৃহ।
৫. প্রশ্ন : ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসা ও হারূণের দো'আ কত বছর পর কবুল করলেন?
উত্তর : অন্যূন্য বিশ বছর পর।
৬. প্রশ্ন : ফেরাঊন পৃথিবীতে কী হয়ে উঠেছিল?
উত্তর : উদ্ধত হয়ে উঠেছিল।
৭. প্রশ্ন : ফেরাঊনের মিসরকে কিসের দেশ বলা হয়?
উত্তর : পিরামিডের দেশ।
৮. প্রশ্ন : ফেরাঊন কি দাবী করেছিল?
উত্তর : আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা।
৯. প্রশ্নঃ মূসা (আঃ) কত বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন?
উত্তর : অন্যূন বিশ বছর।
১০ প্রশ্ন : আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে প্রধান কয়টি মু'জেযা দান করেন? উত্তরঃ ১০টি।
১১.প্রশ্ন : দুনিয়াতে প্রেরিত সকল এলাহী গযবের মূল উদ্দেশ্য কী থাকে?
উত্তর : মানুষের হেদায়াত।
১২. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম অহংকারী ফেরাঊনী কওমের দুনিয়াবী কিসের ধ্বংসের গযব নেমে আসে?
উত্তর : জৌলুস ও সম্পদরাজি।
১৩. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর দো'আ কবুল হওয়ার পর ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে কীসের গযব নেমে আসে?
উত্তর : দুর্ভিক্ষের গযব নেমে আসে।
১৪ প্রশ্ন : কারা পাপী সম্প্রদায় ছিল?
উত্তর : ফেরাউন সম্প্রদায়।
১৫. প্রশ্ন : ফেরাউন সম্প্রদায়ের সর্বশেষ আযাব কী?
উত্তর : সাগরডুবি।
১৬. প্রশ্ন : জাদুকরদের সাথে পরীক্ষার পর মূসা (আঃ) কত বছরের মত মিসরে ছিলেন?
উত্তর : বিশ বছরের মত।
১৭. প্রশ্ন : রক্তের আযাব উঠিয়ে নিবার পরও যখন ওরা ঈমান আনলো না, তখন আল্লাহ ওদের উপরে কি প্রেরণ করেন ?
উত্তর :প্লেগ মহামারী প্রেরণ করেন।
১৮. প্রশ্ন : প্লেগ মহামারীতে কত লোক মারা যায় ?
উত্তর : সত্তর হাযার লোক।
১৯. প্রশ্ন : কারা মহামারীকে জাদু বলে তাচ্ছিল্য করত?
উত্তর : জাহেল ও আত্মগর্বী নেতারা।
২০ প্রশ্ন : ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ কত সালে পাওয়া যায়?
উত্তর : ১৯০৭ সালে ।
২১. প্রশ্ন : ফেরাঊনের লাশ কোন সাগরে পাওয়া যায়?
উত্তর : লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে।
২২. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) এর কয়জন পুত্র মিসরে এসেছিল?
উত্তর : বারো জন ।
২৩. প্রশ্ন : ফেরাউনের সময় মিসরে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি।
২৪. প্রশ্ন : বনী ইস্রাঈলের কয়টি গোত্র ছিল?
উত্তর : বারোটি।
২৫. প্রশ্ন : হিজরতের রাতে মুসা (আঃ)-এর মত জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন কে?
উত্তর : শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)।
২৬. প্রশ্ন : বর্তমানে ফেরাউনের লাশ কোথায় সংরক্ষিত আছে?
উত্তর : মিসরের পিরামিডে।
২৭. প্রশ্ন : ফেরাঊনের সাগরডুবি ও মূসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল কখন?
উত্তর : ১০ই মুহাররম আশূরার দিন।
২৮. প্রশ্ন : কোন দিনের স্মরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ এ দিনে প্রতি বছর নফল ছিয়াম পালন করেন?
উত্তর : আশূরার দিনে।
২৯. প্রশ্ন : জাহেলী আরবেও কোন ছিয়াম চালু ছিল?
উত্তর : আশূরার ছিয়াম।
৩০. প্রশ্ন : কখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন?
উত্তর : নবুঅত পূর্বে কালে ও পরে।
৩১. প্রশ্ন : কত হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত আশূরার ছিয়াম মুসলমানদের জন্য ফরজ ছিল?
উত্তর : ২রা হিজরীতে।
৩২. প্রশ্ন : কোন ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে?
উত্তর : আশূরার ছিয়াম।
৩৩. প্রশ্ন : কেন'আনে কাদের রাজত্ব ছিল?
উত্তর : আমালেক্বাদের রাজত্ব ।
৩৪. প্রশ্ন : কারা ছিল বিগত 'আদ বংশের লোক?
উত্তর : আমালেক্বা ।
৩৫. প্রশ্ন : আদ বংশের লোক কী ছিল ?
উত্তর : বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : 'দি ফারমার্স ব্যাংক' লিমিটেডের বর্তমান নাম কি?
উত্তর: পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড।
২. প্রশ্ন : অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কত হবে?
উত্তর : জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫।
৩. প্রশ্ন : দেশের তৃতীয় ভৌগলিক নির্দেশক বা GI পণ্য কোনটি ? উত্তর : ক্ষীরশাপাতী আম।
৪. প্রশ্ন : ২৫ এপ্রিল ২০১৯ ঢাকা-রাজশাহী রুটে চালু বিরতিহীন ট্রেনের নাম কি? উত্তর : বনলতা এক্সপ্রেস।
৫. প্রশ্ন : জাতীয় ডেটা সেন্টার বা তথ্যভান্ডার কোথায় অবস্থিত? উত্তর : কালিয়াকৈর, গাযীপুর।
৬. প্রশ্ন : ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যা কতটি ? উত্তর : ৩৩টি।
৭. প্রশ্ন : ইংলিশের ষষ্ঠ অভয়াশ্রম কোন যেলায় অবস্থিত?
উত্তর : বরগুনা।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশে GOLDEN RICE বা 'সোনালী ধান'-এর উদ্ভাবক কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউট (BRRI)।
৯. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশের মিশন রয়েছে? উত্তর : ৫৮টি।
১০. প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত ? উত্তর : ৪,৫৭১টি।
১১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে পত্রিকার সংখ্যা কতটি ?
উত্তর : ৩,১১২টি। এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১,২৪৮টি।
১২. প্রশ্ন : বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রেসিডেন্ট কে ?
উত্তর : আনিশা ফারুক।
১৩. প্রশ্ন : প্লাষ্টিক দূষণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ? উত্তর : দশম।
১৪. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য মোট ব্লক কতটি? উত্তর : ৪৮টি। এর মধ্যে স্থলভাগে ২২টি।
১৫. প্রশ্ন : বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাস ব্লক কতটি?
উত্তর : ২৬টি। এর মধ্যে ১১টি অগভীর পানির, যার গভীরতা ২০০ মিটার পর্যন্ত এবং ১৫টি গভীর পানির, যার গভীরতা ২০০ মিটারের বেশী।
১৬.প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ সাল কোনটি?
উত্তর : ২০১৯।
১৭. প্রশ্ন : আউশে আবাদযোগ্য প্রথম হাইব্রিড জাতের ধানের নাম কি? উত্তর : জিবিকে হাইব্রিড ধান ২।
১৮. প্রশ্ন : ইঁদুরের ক্ষতিকর গনজাইলোনেমা শনাক্ত করেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ?
উত্তর : শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিদ্যমান ভূমিকে বর্তমানে কতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। উত্তর : ১৬টি।
২০. প্রশ্ন : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে মাথাপিছু আয় কত? উত্তর : ১,৯০৯ মার্কিন ডলার।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বৈশ্বিক পাম অয়েল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া ৪,১৫,০০,০০০ টন।
২. প্রশ্ন : পাম অয়েল আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : চতুর্থ। আমদানির পরিমাণ ১৬,৫০,০০০ টন।
৩. প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম উদ্বাস্তু শিবির কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কুতুপালং, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
৪. প্রশ্ন : জাপানে ১২৬তম সম্রাটের নাম কি?
উত্তর : নারুহিতো।
৫. প্রশ্ন : নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের আল-লিনউড মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা হয় কবে?
উত্তর : ১৫ই মার্চ ২০১৯।
৬. প্রশ্ন : ২০১৯ সালে ভারতের কততম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? উত্তর : ১৭তম।
৭. প্রশ্ন : কাজাখস্থানের রাজধানীর নতুন নাম কি?
উত্তর : নূরসুলতান।
৮. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তীনের মার্কিন কনস্যুলেট বন্ধ করে দেয় কবে? উত্তর : ৪ই মার্চ ২০১৯।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ কিছমিছ উৎপাদনকারী দেশ কোনটি?
উত্তর: তুরস্ক।
১০. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের বৈশ্বিক মেধা প্রতিযোগিতা সূচকে শীর্ষদেশ কোনটি? উত্তর : সুইজারল্যান্ড।
১১. প্রশ্ন : অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১২. প্রশ্ন : ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? উত্তর : নবম।
১৩ . প্রশ্ন : বর্তমান ইস্পাত শিল্প প্রক্রিয়ার জনক কে?
উত্তর : স্যার হেনরি বেসিমির, ইংল্যান্ড।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বের মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৭৭১.৫০ কোটি।
১৫. প্রশ্ন : সার্কভুক্ত কোন দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কম? উত্তর : শ্রীলংকা। ০.৪%।
১৬. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : নরওয়ে।
১৭. প্রশ্ন: বর্তমানে বিশ্বে কতটি বাংলাদেশের মিশন রয়েছে?
উত্তর: ৭৭টি।
১৮. প্রশ্ন : প্রথম উন্নত দেশ হিসাবে চীনের সিল্ক রোড প্রকল্পে যোগ দেয় কোন দেশ ? উত্তর : ইতালি।
১৯. প্রশ্ন : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ব্রুনাই ইসলামী শরী'আহ আইন কার্যকর করে কবে?
উত্তর : ৩রা এপ্রিল, ২০১৯।
২০. প্রশ্ন : বিশ্বের দীর্ঘতম লবন গুহার নাম কি ও কোথায় অবস্থিত ? উত্তর : মালহ্যাম গুহা, যা ইস্রাইলে অবস্থিত।
২১. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম আল-কুরআন পার্ক কোথায় অবস্থিত? উত্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।